মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি এই মহতী সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করছি।

সর্বপ্রথমে আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদিজি এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য একটি সুসমন্বিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সামগ্রিক উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপনের জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। এই কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক কল্যাণ, উদ্ভাবন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য উল্লেখযোগ্য হারে আয়কর ছাড়, কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগ, পরিকাঠামো এবং ডিজিটাল সংযোগ বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই বাজেট দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও ন্যায়সঙ্গত প্রবৃদ্ধির এক শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলবে যা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ বলে প্রতিভাত হবে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মহোদয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে আমাদের রাজ্য 'বিকশিত ত্রিপুরা'র নির্ধারিত পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। গুণমানসম্পন্ন বস্তুগত (Physical Infrastructure) ও সামাজিক পরিকাঠামোর (Social Infrastructure) উন্নয়ন, পরিকল্পিত নগর সমষ্টির উন্নয়ন, প্রযুক্তি নির্ভর ও সংস্কারমুখী জনকল্যাণকামী প্রশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ (Ease of Doing Business) সুনিশ্চিতকরণ, এছাড়া বিনিয়োগ প্রবর্ধন এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিবেশের সংরক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন - এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণ করে আমাদের সরকার রাজ্যের সার্বিক বিকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এই মহতী সভা থেকে আমি রাজ্যের সমস্ত মাননীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ, নাগরিক সমাজ, এনডিআরএফ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO), ক্লাব এবং সেই সব মানুষ যারা ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে ভয়াবহ বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্ত নিরাশ্রয় জনসমষ্টি ও গৃহপালিত প্রাণীদের উদ্ধারকাজে এবং সহায় সম্পদ রক্ষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ও অন্য যে কোনও উপায়ে দুর্গতদের সর্বান্তকরণে সহায়তা করেছেন তাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। রাজ্যের জনগণের এই নিষ্ঠা, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা আবারও প্রমাণ করেছে যে সংকটের মুহূর্তে আমরা সবাই একসাথে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারি এবং প্রয়োজনের সময় একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারি। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় আমাদের রাজ্য এই মহা বিপর্যয় কাটিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে।

এবার অর্থনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের 'মনিটরি পলিসি স্টেটমেন্ট' অনুযায়ী বিশ্বের সমস্যাসংকুল অর্থনৈতিক বাতাবরণে ভারতের অর্থনীতি সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে দৃঢ় ও স্থিতিশীল থাকলেও সম্পূর্ণভাবে এর প্রভাবমুক্ত নয়। তথাপি ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি সুদৃঢ় রয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সুযোগ্য নেতৃত্বে আমাদের রাজ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজকর্ম দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্য সরকারের আর্থিক সংস্থান সীমিত হওয়া সত্ত্বেও দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য সাম্প্রতিক সফরকালে ষোড়শ অর্থকমিশন রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

২) আমাদের রাজ্যের মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এজন্য আমাদের রাজ্যকে উৎসাহিত করতে ভারত সরকার ২১৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা প্রদান করতে চলেছে। আমাদের রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আরও বেশি করে মূলধনী ব্যয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে।

৩) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আমাদের মূল মন্ত্র 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই বাজেটের মাধ্যমে সমাজের সকলস্তরের জনগণের অন্তর্ভুক্তিমূলক সামগ্রিক বিকাশ সাধনে বদ্ধপরিকর।

এখন, আমি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যসমূহ উল্লেখ করছি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রধান প্রধান ঘোষণাগুলি তুলে ধরতে যাচ্ছি।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ

৪) ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার (PM-KISAN) ফলশ্রুতিতে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৭০ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৪২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা বেনিফিসিয়ারি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। রাজ্যের ১৪ লক্ষ ১৪ হাজার কৃষক প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার (PM-FBY) আওতাভুক্ত। এখনও পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৮৫টি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং এই কেসিসির মাধ্যমে তারা ২ হাজার ১৪২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। ২০১৮-১৯ থেকে গত মরশুম পর্যন্ত রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ২ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিকটন ধান ন্যূনতম সহায়কমূল্যে (MSP) কেনা হয়েছে।

৫) রাজ্য সরকার দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে জৈব ও প্রাকৃতিক চাষের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বর্তমানে ১৯ হাজার ৯১৬ জন কৃষকের তত্ত্বাবধানে ২০ হাজার ১৬১ হেক্টর জমিকে জৈব চাষের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। পাশাপাশি ১ হাজার ৭৬টি জৈব চাষের ক্লাস্টার এবং ৪০টি কৃষক উৎপাদন সংস্থা (Farmers Producers Company) গঠন করা হয়েছে।

৬) ধানের উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯২ হাজার ৫৮৮ হেক্টর কৃষি জমিতে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (MICMP) বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষকদের উন্নততর প্রশাসনিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সাতচাঁদ, কাকড়াবন, করবুক, কিল্লা এবং কুমারঘাটে ৫টি তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা সমন্বিত কৃষি বিকাশ এবং গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৮) ২০১৮-১৯ সাল থেকে কৃষকদের মধ্যে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ২৯০টি সয়েল হেলথ কার্ড (SHC) বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দামছড়া, গঙ্গানগর, দশদা- এই তিনটি নির্বাচিত অ্যাসপিরেশনাল ব্লকে এবং গোটা ধলাই জেলায় সয়েল হেলথ কার্ড বিতরণের ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে।

৯) রাজ্য সরকার ত্রিপুরার ৮টি জেলার ৫২টি গ্রামীণ বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১২৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

১০) ত্রিপুরা স্টেট এগ্রিকালচার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এক্সটেনশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (T-SAMETI)-এর আধুনিকীকরণ ও স্বশক্তিকরণ এবং পশ্চিম ত্রিপুরায় একটি আধুনিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য মোট ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

১১) এবার, আমি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে 'মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনা' নামক একটি নতুন উদ্যোগের সূচনা করার প্রস্তাব করছি। এই প্রকল্প উচ্চফলনশীল শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এই যোজনার জন্য প্রাথমিকভাবে ৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ

১২) রাজ্য সরকার প্রাণীজ প্রোটিনের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কৃত্রিম প্রজনন, উন্নত প্রজনন পদ্ধতি এবং উচ্চ উৎপাদনশীল সংকর প্রজাতির পশুপাখির সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণীসম্পদ বিকাশের এক সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে পশু ও পাখির প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্যও রাজ্য সরকার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৩) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মান নিধির আওতায় ৫ হাজার প্রাণীপালককে ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনার মাধ্যমে ৩৬ হাজার প্রাণীপালককে মুরগি ও হাঁসের ছানা সরবরাহ করা হয়েছে।

১৪) সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যার সময় ৭৬৬টি ত্রাণ ও চিকিৎসা শিবির খোলা হয়। এই শিবিরগুলিতে ৯ হাজার ১২৯টি গবাদি পশুকে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং ৪১ হাজার ৯২৪টি গবাদি পশু ও ৫৫ হাজার ৮৬৭টি পাখির চিকিৎসা করা হয়েছে। এছাড়া ৬৮.৭১ মেট্রিকটন পশুখাদ্য ও ১৪.২৯ মেট্রিকটন সবুজ পশুখাদ্য (Green Fodder) বিতরণ করা হয়েছে। বন্যা পরবর্তী উদ্যোগ হিসেবে ৮৫১টি চিকিৎসা শিবিরে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৫টি গবাদি পশু ও ২ লক্ষ ৯ হাজার ২৩৩টি পাখির চিকিৎসা ও টিকাকরণ করা হয়, যার মাধ্যমে মোট ২৮ হাজার ৯৪৮ জন প্রাণীপালক উপকৃত হয়েছেন।

১৫) আমি ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে ৫৫টি নতুন মিনি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করার প্রস্তাব করছি এবং এরজন্য ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

১৬) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড (GCMPUL)-কে বামুটিয়ায় একটি নতুন দুগ্ধ উৎপাদন প্রকল্প তৈরির জন্য ২ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে।

মৎস্যচাষ

১৭) মৎস্যচাষ ও অ্যাকোয়াকালচার আমাদের রাজ্যে জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র।

১৮) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে, মৎস্য সহায়ক যোজনার আওতায় মোট ৩ হাজার বেনিফিসিয়ারি আর্থিক সহায়তা লাভ করেছেন, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার মাধ্যমে ৭ হাজার ৮১ জন বেনিফিসিয়ারিকে ২৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ভয়াবহ বন্যার সময় ১৩ হাজার ৪৭৩ জন মৎস্যচাষীকে ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৯) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ঊনকোটি জেলায় একটি মৎস্যচাষ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হবে। এরজন্য মোট ৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষা

২০) রাজ্য সরকার বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রকে গুণগতভাবে অধিকতর সমৃদ্ধশালী করে তুলতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের পদ পূরণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে স্নাতকোত্তর শিক্ষক, স্নাতক শিক্ষক (নবম, দশম শ্রেণির জন্য এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য), অস্নাতক শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, কম্পিউটার সায়েন্সের স্নাতকোত্তর শিক্ষক, ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার, স্পেশাল এডুকেটর এবং স্কুল লাইব্রেরিয়ান। সুপার-৩০ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ জন শিক্ষার্থী আইআইটি, ৩ জন এনআইটি এবং ৩ জন এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়েছে। সিএম-সাথ অর্থাৎ চিফ মিনিস্টার্স-স্কলারশিপ ফর অ্যাচিভার্স টুয়ার্ডস হায়ার লার্নিং নামক বৃত্তিমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৬০ হাজার টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যার জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। যাতায়াতের সুবিধার জন্য এবছর ২৩ হাজার ৩০০টি বাইসাইকেল ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং এরজন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আরআইডিএফ-এর অধীনে ৩৩৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা এবং স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৬টি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

২১) নিপুণ ত্রিপুরা প্রকল্পের অধীনে শিশুদের আনন্দদায়ক শিক্ষার পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে এবং মৌলিক সাক্ষরতা ও গাণিতিক দক্ষতা সমৃদ্ধতর করার লক্ষ্যে ৪ হাজার ২২৭টি বিদ্যালয়ে নিপুণ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। পিএম-পোষণ প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ বা মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নত করতে এবছর ১০০ শতাংশ বিদ্যালয়ে অটোমেটেড মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মিড ডে মিলের জন্য তাজা শাকসব্জি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৩ হাজার ১৩৪টি বিদ্যালয়ে নতুনভাবে কিচেন গার্ডেন গড়ে তোলা হয়েছে।

২২) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমগ্র শিক্ষা ও পিএম-শ্রী প্রকল্পের অধীনে একাধিক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, যেমন ১৮১টি বিদ্যালয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইসিটি, ৯৫টি বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসরুম, ১৪০টি বিদ্যালয়ে টিনকারিং ল্যাব, ১৮০টি বিদ্যালয়ে পার্সোনাল অ্যাডাপটিভ লার্নিং (PAL) ল্যাব এবং ১০২টি বিদ্যালয়ে দক্ষতা শিক্ষা বা স্কিল এডুকেশন চালু করা হয়েছে। এছাড়া ৩ হাজার ৫২০ জন দিব্যাঙ্গ শিশুকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী চলন সহায়ক সামগ্রী ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, ৭৫টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, ৯২টি বিদ্যালয়ে শৌচাগার এবং ২৩টি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ

চলছে। উপরোক্ত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য মোট ৭৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

২৩) চলতি অর্থবছরে ৩৭৮টি বিদ্যালয়ে ১৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টিএলএম (Teaching Learning Material) পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ৫০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ লক্ষ ২২ হাজার ১৩৬ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এবছর ৪ হাজার ১৬৩টি বিদ্যালয়ে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের বই লাইব্রেরিতে সরবরাহ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৪ হাজার ২১৮টি বিদ্যালয়ে ইয়ুথ অ্যান্ড ইকো ক্লাব গঠন করা হয়েছে, যারজন্য ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। ৯৯৯টি বিদ্যালয়ে ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সায়েন্স ও ম্যাথ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। আবার ১ হাজার ২৭৬টি বিদ্যালয়ে ১৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা খরচ করে সায়েন্স ও ম্যাথ কিট সরবরাহ করা হয়েছে। ১৫টি কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ে ৯ কোটি ৮১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে ছাত্রী আবাস নির্মাণ করা হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আবাসিক বিদ্যালয় প্রকল্পের অধীনে ১৬টি ছাত্রাবাস ৪ কোটি ৩১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। ৪৫৫টি বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় করে স্যানিটারি নেপকিন ভেন্ডিং মেশিন ও ইনসিনারেটর বসানো হয়েছে। এছাড়া রাণী লক্ষ্মীবাই আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার ৫৮টি বিদ্যালয়ের ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩০২ জন ছাত্রীকে ৩ মাসব্যাপী আত্মরক্ষা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২৪) এবার আমি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রতিটি মহকুমায় বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ের উপর কোচিং সেন্টার চালু করার প্রস্তাব রাখছি। এই কোচিং সেন্টারে প্রতিটি মহকুমার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ১০০ জন করে শিক্ষার্থী কোচিং গ্রহণ করতে পারবে। সদর মহকুমায় বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় এখানে ৩টি কোচিং সেন্টার স্থাপন করা হবে। এই উদ্যোগের জন্য প্রাথমিকভাবে ৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে।

উচ্চশিক্ষা

২৫) রাজ্য সরকার ত্রিপুরার বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজের জন্য ২০১টি সহকারী অধ্যাপক এবং ১৩টি অধ্যক্ষের শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ২৩ জন ইনস্ট্রাকটর (মিউজিক) পদে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, আমি আনন্দের সঙ্গে সবাইকে

জানাচ্ছি যে, রাজ্য সরকার সরকারি ডিগ্রি কলেজের ১৪০ জন উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী মেধাবী ছাত্রীকে স্কুটি প্রদান করেছে।

২৬) আমি আনন্দের সাথে আরও জানাচ্ছি যে, রাজ্য সরকার মহিলা কলেজটিকে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একইভাবে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিকেও (TIT) রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করা হবে।

২৭) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আমবাসা, কাকড়াবন ও করবুকে আমি নতুন ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করছি।

২৮) এছাড়াও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আগরতলা, উদয়পুর ও আমবাসায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের সুবিধাসম্পন্ন 'ত্রিপুরা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন সেন্টার' চালুর প্রস্তাব করছি। এই প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া

২৯) রাজ্যজুড়ে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খোয়াই সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও জম্পুইজলার সুধন্ব দেববর্মা স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সিন্থেটিক ফুটবল টার্ফ বসানো হয়েছে। বাধারঘাটে সিন্থেটিক হকি প্লে ফিল্ড ও পানিসাগরের রিজিওন্যাল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনে সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাক বসানোর কাজ চলছে। আমবাসায় ২০০ শয্যাবিশিষ্ট যুব আবাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

৩০) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৈলাসহর ও উদয়পুরে দুটি মাল্টিপারপাস স্পোর্টস ইন্ডোর হল নির্মাণ করা হবে। গন্ডাতুইসা ও কাকড়াবনে সিন্থেটিক ফুটবল টার্ফ বসানো হবে। বাধারঘাটে দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট স্পোর্টস হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। এই সময়কালে আরও ৫০টি ওপেন জিমন্যাশিয়াম স্থাপন করা হবে বিভিন্ন স্থানে। আগরতলার ভোলাগিরিতে গ্যালারি, আন্তর্জাতিকমানের সুইমিং পুল, প্রাকৃতিক ফুটবল মাঠ, মাল্টিপারপাস স্পোর্টস হলের সুবিধাসম্পন্ন স্পোর্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলা হবে। ব্লক, মহকুমা, জেলা ও রাজ্যস্তরে স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও স্পোর্টস ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

৩১) রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়িতে একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC), সিপাহীজলা জেলার দয়ারাম এলাকায় একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC), টাকারজলাতে একটি নতুন কমিউনিটি হেলথ সেন্টার (CHC), ধলাই জেলার ৮২ মাইল এলাকায় একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC) এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নিহারনগরে একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC) নির্মাণ করা হয়েছে।

৩২) আমি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ধলাই জেলার মরাছড়া ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রূপাইছড়িতে ১০ শয্যাবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC) এবং বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি।

৩৩) আমি উল্লেখ করতে চাই যে, সিপাহীজলা জেলা গঠনের পর সেখানে সেকেন্ডারি এবং টার্শিয়ারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি আধুনিক জেলা হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে বিশ্রামগঞ্জে উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রকল্পটির অর্থ সংস্থানের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের (DoNER) অনুমোদনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতাল সংলগ্ন কোয়ার্টার্স নির্মাণের জন্য ৪৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অনুদান বরাদ্দের অনুরোধ করা হয়েছে, যার জন্য সহায়ক পরিকাঠামো রাজ্য সরকার প্রদান করবে।

৩৪) যেহেতু খোয়াই জেলা হাসপাতালের বর্তমান পরিকাঠামো স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অপ্রতুল তাই এই হাসপাতালেও আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন নতুন ভবন নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি খোয়াইতে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রকল্পটির অর্থ সংস্থানের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের (DoNER) অনুমোদনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতাল সংলগ্ন কোয়ার্টার্স নির্মাণের জন্য ৪৮ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অনুদান বরাদ্দের অনুরোধ করা হয়েছে, যার জন্য সহায়ক পরিকাঠামো রাজ্য সরকার প্রদান করবে।

৩৫) পিএম-জেএওয়াই এবং সিএম-জেএওয়াই ২০২৩ চালু হওয়ার পর চিকিৎসকের পরামর্শ, রোগ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য ক্রমবর্ধমান রোগীর চাপ সামলাতে টেপানিয়ায় ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট গোমতী জেলা হাসপাতাল সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই সম্প্রসারণের আওতায় (i) একটি পৃথক ওপিডি

কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। (ii) আইসোলেশন ব্লক স্থাপন করা হবে। (iii) এমসিএইচ ভবনটি সম্প্রসারণ করে দুটি নতুন ওয়ার্ড সংযোজন করা হবে। (iv) হাসপাতালের সাথে রোগী এবং তাদের স্বজনদের প্রতীক্ষালয় ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হবে যার সাথে একটি কমন স্যানিটারি কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। (v) অ্যাম্বুলেন্স স্টাফ এবং অন্যদের জন্য পার্কিং স্থল গড়ে তোলা হবে। (vi) ট্রমা বিল্ডিং থেকে মর্গ পর্যন্ত র‍্যাম্পওয়ে নির্মাণ করা হবে। এই নির্মাণ কাজগুলি সম্পাদনের জন্য প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে।

৩৬) সাম্প্রতিককালে রাজ্য সরকার পানিসাগর, কুমারঘাট এবং করবুকে মহকুমা হাসপাতাল স্থাপন করেছে এবং জিরানীয়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারটিকে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত করা হচ্ছে। সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত জম্পুইজলা মহকুমা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মোহনপুর মহকুমায় কোনও মহকুমা হাসপাতাল নেই। সেজন্য টাকারজলার ৩০ শয্যাবিশিষ্ট কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সিধাই মোহনপুরের ৩০ শয্যাবিশিষ্ট কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র- এই দুটিকে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত করার প্রস্তাব রাখছি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মোহনপুর কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। প্রস্তাবিত এই মহকুমা হাসপাতালগুলি বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, জরুরি পরিষেবা, ডায়াগনস্টিক পরিষেবা, পরামর্শ দান, অপারেশন থিয়েটার, রক্ত সংরক্ষণ, প্রেসার স্যুইং অ্যাড্‌সর্পশন প্ল্যান্ট (PSA) ইত্যাদি সহ বিভিন্ন উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করবে এবং ফার্স্ট রেফারেল ইউনিট হিসেবেও কাজ করবে। ত্রিপুরাসুন্দরী হাসপাতালের বর্তমান ভবনটি সংস্কার করা হবে, কারণ ভবনটি ৫০ বছরেরও বেশি পুরোনো হয়ে গেছে। এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে ১৫ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে।

৩৭) রাজ্যের জনগণ যাতে উন্নতমানের সহজলভ্য চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা অনায়াসে পেতে পারেন সে উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার আগরতলায় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব অপথালমোলজি বা টার্শিয়ারি আই কেয়ার হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই হাসপাতাল একই ছাদের তলায় চক্ষু সংক্রান্ত রোগের প্রাথমিক সনাক্তকরণ, চিকিৎসা, অন্ধত্ব প্রতিরোধ এবং জটিল চক্ষুরোগের সার্বিক সমাধান প্রদানে সক্ষম হবে এবং এজন্য সমস্ত ধরনের আধুনিক রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির সংস্থান এখানে থাকবে। এর পাশাপাশি এই হাসপাতালটি চক্ষু চিকিৎসা ও গবেষণা ক্ষেত্রে উৎকর্ষ কেন্দ্র বা সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে কার্যকর হবে। চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পেশাদারদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম সমাধার জন্য বাজেটে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩৮) আগামী ৩ বছরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC) ও কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সেমি ফার্নিশড সরকারি আবাসন পর্যায়ক্রমে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৩৯) ওএনজিসি তাদের সিএসআর তহবিল থেকে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে ২০ শয্যাবিশিষ্ট একটি বিশেষ ওয়ার্ড স্থাপনের জন্য ৩৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে এবং ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য সহায়ক স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের জন্য এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও আসবাবপত্রের জন্য অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করবে।

৪০) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে দুটি সফল কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কিডনি প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। লিভার, হার্ট ইত্যাদি অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বহু দশক ধরে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী মোহন (MOHAN) ফাউন্ডেশনের সঙ্গে একটি মৌ (MoU) স্বাক্ষর করেছে। এরজন্য এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

৪১) ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল (IGM) হাসপাতাল প্রথমে ১৮৭৩ সালে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের উদ্যোগে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনকালে ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে এই হাসপাতালটি সম্প্রসারিত হয় ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল নামে এর নতুন নামকরণ হয়। বর্তমানে এই হাসপাতালটি ৬০৮ শয্যাবিশিষ্ট সুপ্রশস্ত একটি হাসপাতাল হিসেবে গড়ে উঠেছে, যেখানে প্রতিদিন ১২০০ থেকে ১৫০০ বহির্বিভাগের রোগী স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করে থাকেন। এখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও পরিচালিত হয়। হাসপাতালের ঐতিহাসিক ভবনের ঐতিহ্যগত গুরুত্ব বিবেচনা করে হেরিজেট ভবনটির রেট্রোফিটিং ও পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবনটির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৪২) রাজ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক সেবনকারী (PWID) এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপর বর্ধিত হারে ঘনঘন এইচআইভি পরীক্ষার জন্য প্রতিটি

জেলায় মোবাইল আইসিটিসি ভ্যান চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখছি। এই উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (NACO) থেকে প্রাপ্ত সহায়তার পাশাপাশি রাজ্য সরকারও এই কাজে আর্থিক সহায়তা করবে। এই মোবাইল ভ্যানগুলি এইচআইভি প্রতিরোধ এনএসিপি ফাইভ-এ ৯৫ : ৯৫ : ৯৫ স্ট্র্যাটেজি অর্জন সুনিশ্চিত করবে।

৪৩) রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ৮টি জেলাভিত্তিক নেশামুক্তি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। এই সেন্টারগুলি আন্ডার টারগেটেড ইন্টারভেনশন এনজিও দ্বারা ইনজেকশন ব্যবহারকারী মাদকাসক্তদের জন্য কাজ করবে। তৎসঙ্গে ৫টি অতিরিক্ত টারগেটেড ইন্টারভেনশন এনজিওকে খোয়াই, সিপাহীজলা, ঊনকোটি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিযায়ী শ্রমিক, এমএসএম এবং রূপান্তরকামীদের জন্য নিযুক্ত করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

৪৪) ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন ত্রিপুরা রাজ্যের ১০০টি বিদ্যালয়ে রেড রিবন ক্লাব স্থাপন করার অনুমোদন দিয়েছে। পাইলটভিত্তিতে এইচআইভি এইডসের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য এই স্কুলগুলি কাজ করবে। এই ক্লাবগুলি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নোডাল শিক্ষক / এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসারের তত্ত্বাবধানে সারা বছর জুড়ে এইচআইভি / এইডস এবং ইনজেক্টিং ড্রাগ ইউজ ও তার কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করবে।

খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক

৪৫) প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার (PM-GKAY) আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত) এনএফএসএ উপভোক্তাদের বিনামূল্যে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার মেট্রিকটন চাল সরবরাহ করা হয়েছে, যারজন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৫২৩ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করেছে।

৪৬) ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধ্বসের প্রেক্ষিতে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য অতিরিক্ত ১০ কেজি চাল প্রতি পরিবার পিছু বিনামূল্যে দুই মাসের জন্য পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (PDS)-এর মাধ্যমে বরাদ্দ করা হয়। এই সময়কালে ১৮ হাজার মেট্রিকটন ফোর্টিফায়েড চাল ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়, যারজন্য সরকারের কোষাগার থেকে ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৪৭) ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের ১০০টি নির্বাচিত বিদ্যালয় এবং ১৮টি কলেজ / বিদ্যালয়ে কনজিউমার ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। এই ক্লাবগুলির মাধ্যমে সেমিনার, ইন্টারেক্টিভ অধিবেশন এবং নিউজলেটার প্রকাশ করা

হচ্ছে, যা শিক্ষার্থী ও সমাজের মধ্যে ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। মিজোরাম থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে ত্রিপুরায় পুনর্বাসিত ব্রু পরিবারগুলিকে টারগেটেড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে, যাতে তাদের খাদ্য ও পুষ্টিগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। এখন পর্যন্ত মোট ২৩ হাজার ৬৩৫ জন ব্যক্তি সমন্বিত ৬ হাজার ৭৯৭টি পরিবারকে পিডিএস-এর আওতায় আনা হয়েছে।

৪৮) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষকদের কল্যাণে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে ৪০ হাজার মেট্রিকটন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এমএসপি, মিলিং খরচ, পিপিসি পরিচালন ব্যয় ইত্যাদি মিলিয়ে ১২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

জনজাতি কল্যাণ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

৪৯) সরকার 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস' এই আদর্শকে সমুন্নত রেখে আমাদের জনজাতি ভাইবোনদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াসে নিরন্তর রত রয়েছে।

৫০) জনজাতি পরিবারবর্গের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য চিফ মিনিস্টার্স রাবার মিশনের আওতায় ২৩ হাজার ১৭৭ হেক্টর রাবার বাগিচা তৈরির মাধ্যমে ২৮ হাজার ১৪৯টি পরিবার লাভবান হয়েছে। ৮৩ জন তপশিলি জনজাতিভুক্ত যুবক যুবতীকে রাজ্য জনজাতি বিকাশ নিগম থেকে সফট লোন প্রদান করা হয়েছে। ২ হাজার ৭৩ জন তপশিলি জনজাতিভুক্ত ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনার আওতায় আয় ও জীবিকা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৫১) জনজাতি উন্নয়নের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক বিকাশ প্যাকেজের অংশ হিসেবে ৫০০টি সেলাই মেশিন ও ৫৫টি রিক্সা প্রদান করা হয়েছে এবং ১০০টি পরিবারকে শূকর পালনের জন্য সহায়তা করা হয়েছে।

৫২) তপশিলি জনজাতিভুক্ত পরিবারবর্গের আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থায়নে ত্রিপুরা রুর‍্যাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট অর্থাৎ ট্রেস্পের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি ৬টি প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টিং ইউনিট অর্থাৎ পিআইইউ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫৩) ৩৩ হাজার ১৬৫ জন তপশিলি জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে। ৩৩ হাজার ৪৯৩ জন ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিক পরবর্তী স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে এবং নবম ও দশম শ্রেণিভুক্ত ১১ হাজার ৫৩৪ জন তপশিলি জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে প্রাক-মাধ্যমিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড ছাড়াও রাজ্য সরকার ৬ হাজার ৮৬২ জন তপশিলি জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে মেধা পুরস্কার প্রদান করছে। ২৫৪ জন তপশিলি জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং ৯ হাজার ৯৪৪ জন তপশিলি জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে সাপ্লিমেন্টারি এডুকেশন ফর এলিমেন্টারি ক্লাসেস অর্থাৎ এসইইসি-র আওতায় বিশেষ কোচিং প্রদান করা হচ্ছে।

৫৪) তপশিলি জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলা ইত্যাদি বিকাশের জন্য ৬২টি তপশিলি জনজাতি ছাত্রী নিবাসে এবং ৯৯টি তপশিলি জনজাতি ছাত্রাবাসে ভলিবল, ফুটবল, ক্যারাম বোর্ড এবং ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে।

৫৫) ত্রিপুরা স্টেট একাডেমি অব ট্রাইবেল সেন্টার (TSATC) জনজাতি সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। একাডেমির ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপনা সারা দেশে প্রশংসিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে এই একাডেমিটি বিভিন্ন রকম পারফরমেন্স প্রদর্শনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত জনজাতীয় গৌরব মেলা ২০২৫-এ প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং ১২ জানুয়ারি ২০২৫-এ নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে অনুষ্ঠিত ২৮তম জাতীয় যুব উৎসব লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

৫৬) রাজ্যের সবকটি জনজাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার জন্য রাজ্য সরকার জনজাতি বাদ্যযন্ত্রাদির কর্মশালা আয়োজন করতে যাচ্ছে। এই সকল জনসম্প্রদায়ের জন্য মহকুমা জেলা এবং রাজ্যস্তরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ৩ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৫৭) আমি আনন্দের সাথে এই মহতী সভাকে অবগত করতে চাই যে, ভারত সরকার জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল এবং বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান (DA-JGUA) ঘোষণা করেছে, যা পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ও জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদি বিষয়ে যে ক্রিটিক্যাল গ্যাপগুলি রয়েছে সেগুলি সমাধানের মাধ্যমে তার লক্ষ্য পূরণ করবে। এই মিশনটি আগামী ৫ বছরে আমাদের রাজ্যে ৩৯২টি ভিলেজে কাজ করবে।

৫৮) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে চিফ মিনিস্টার্স রাবার মিশনের আওতায় ২০ হাজার ৭৪৫ হেক্টর জমিতে রাবার চাষ করা হবে। ১০টি রাবার প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ৩টি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট এসটি হোস্টেল স্থাপন করা হবে এবং ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ৭টি নতুন এসটি হোস্টেল স্থাপন করা হবে। ৩৬টি এসটি হোস্টেলের

আবাসিক ছাত্রছাত্রীদেরকে পরিস্রুত পানীয়জল প্রদান করার লক্ষ্যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি নির্মাণ করা হবে।

৫৯) চিফ মিনিস্টার্স ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট মিশনের আওতায় নাম করা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সুপার ১০০ প্রোগ্রাম চালু করা হবে মেধাবী জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের গুণগতমান সম্পন্ন কোচিং সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে, যাতে জেইই মেইন, নিট, ইউপিএসসি (CSE) ইত্যাদি সর্বভারতীয় পরীক্ষায় তাদের সাফল্যের হার বৃদ্ধি পায়। যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানে আরও বেশি সংখ্যক জনজাতি ছাত্রছাত্রী আইএএস, আইপিএস ও আইএফএস জাতীয় সর্বোচ্চস্তরের সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে পারে ইউপিএসসির মাধ্যমে। এই লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।

৬০) বর্তমান অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ১৬৯ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। **২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে মোট ৮৬০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা প্রদান করবে।** এই অর্থরাশির অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্পভিত্তিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আরআইডিএফ এবং স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্ট থেকেও অর্থ বরাদ্দ করা হবে। ট্রাইবেল সাবপ্ল্যান অর্থাৎ টিএসপি-র আওতায় ৭ হাজার ১৪৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ট্রাইবেল সাবপ্ল্যানের আওতাভুক্ত অধিকাংশ অর্থরাশি টিটিএএডিসি এলাকায় ব্যয়িত হবে।

তপশিলি জাতি কল্যাণ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

৬১) রাজ্য সরকার তপশিলি জাতি গোষ্ঠীর জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর সর্বাধিক জোর দিচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তপশিলি জাতিভুক্ত ১৭ হাজার ৩০২ জন ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীকে প্রাক-মাধ্যমিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। ৬ হাজার ৭৮৪ জন ছাত্রছাত্রীকে ড. বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির ৮ হাজার ৭০০ জন ছাত্রছাত্রী প্রাক-মাধ্যমিক স্কলারশিপের মাধ্যমে লাভবান হবে। অপরদিকে, ২৩ হাজার ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরবর্তী স্কলারশিপের মাধ্যমে লাভবান হবে।

৬২) প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনা (PM-AJAY)-র মাধ্যমে তপশিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যেমন পোল্টি শেল্টার, সোলার স্ট্রিটলাইট, বাউন্ডারি ওয়াল, ওয়াটার ট্যাঙ্ক, পাকা ড্রেন, ব্রিক সলিং রোড, বক্স কালভার্ট, অঙ্গনওয়াড়ি নির্মাণ এবং সাবমারসিবল পাম্প,

ক্ষুদ্র ব্যাসের ডিপ টিউবওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করা হবে, তার জন্য ২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে।

৬৩) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর ২০ হাজার ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীকে প্রাকমাধ্যমিক স্কলারশিপ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, যার জন্য ২ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাছাড়া ৯ হাজার ৫০০ জন নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীকে প্রাক-মাধ্যমিক স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। এরজন্য রাজ্যের ১০ শতাংশ ব্যয়ভার হিসেবে ৩৯ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ২৩ হাজার ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিক পরবর্তী স্কলারশিপ প্রদান করা হবে, এরজন্য রাজ্যের ১০ শতাংশ ব্যয়ভার হিসেবে দরকার হবে ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। ৮ হাজার ১৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে ড. বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার প্রদান করা হবে, যার জন্য ৮০ লক্ষ টাকা লাগবে। তাছাড়া ৪৮০ জন ছাত্রছাত্রীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে, যার জন্য ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা লাগবে। পিএম-এজেএওয়াই প্রকল্পের গ্রান্ট ইন এইড কম্পোনেন্ট থেকে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এবং নির্বাচিত ৩২টি তপশিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামে গ্যাপ ফিলিং ওয়ার্কের জন্য উক্ত প্রকল্পের আদর্শ গ্রাম কম্পোনেন্টের খাতে যে টাকা পাওয়া যাবে তার অবশিষ্ট অর্থরাশি থেকে ৪ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।

৬৪) আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রদের ছাত্রাবাসে আইটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। তপশিলি জাতিভুক্ত পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধি করার জন্য আমি মুরগি ও হাঁস পালন সংক্রান্ত একটি প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া তপশিলি জাতিভুক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা মাছ, শুকনো মাছ এবং সব্জি বিক্রি করেন তাদের আর্থিক সাহায্যও করা হবে।

অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী (ওবিসি ওয়েলফেয়ার)

৬৫) রাজ্য সরকারের ওবিসি কল্যাণ দপ্তর রাজ্যের ওবিসি অংশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন রকম আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন স্কলারশিপ যোজনা, রাজ্য সরকার পরিচালিত ড. বি আর আম্বেদকর স্মৃতি স্বর্ণ পদক এবং মেধা পদক, ওবিসি অংশের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক সহায়তা, দরিদ্র ওবিসি অংশের রোগীদের নিউক্লিয়াস বাজেট স্কিমের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিগত বছর ৪৪ হাজার ৭২৭ জন বেনিফিসিয়ারি লাভবান হয়েছেন, যার আর্থিক মূল্য হলো ৪৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা।

৬৬) এছাড়াও ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের শেষ অব্দি আনুমানিক ৪৬ হাজার বেনিফিসিয়ারি লাভবান হবে, যার আর্থিক মূল্য আনুমানিক ৫০ কোটি টাকা।

৬৭) এর সাথে পশ্চিম ত্রিপুরার হাপানিয়াস্থিত মহিলা পলিটেকনিক কলেজে একটি ২০০ শয্যাবিশিষ্ট বালিকা আবাস স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হবে ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও স্বশক্তিকরণ মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায়।

৬৮) ওবিসি কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বেকার ওবিসি যুব সম্প্রদায়কে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম সহজ শর্তে ঋণ এবং বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্য করার জন্য দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৯৭ জন বেনিফিসিয়ারি এই কর্মকান্ডের দ্বারা লাভবান হয়েছেন, যাতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা।

৬৯) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাবার চাষের সাথে যুক্ত ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ল্যাটেক্স সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং এইসব প্রশিক্ষণ প্রাপকদের প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রদান করা হবে।

সংখ্যালঘু কল্যাণ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

৭০) আমাদের সরকার সংখ্যালঘু সহ সমাজের সকল অংশের সার্বিক উন্নয়নের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাজ্যের উন্নয়ন ও অগ্রগতির যাত্রায় কোনও অংশের মানুষ যাতে পিছিয়ে না পড়ে বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৭১) ওয়াকফ সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজ্য সরকার ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে এবং ওয়াকফ বোর্ডকে অনুদান হিসেবে ৭৭ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে।

৭২) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কর্মসূচির (PM-JVK) মাধ্যমে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ১২টি ব্লকে আর্থ-সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এইসব সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকে বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।

৭৩) ২০২৪-২৫ সালে স্কলারশিপ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ৩ হাজার ৭৮৩ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রাক-মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরবর্তী স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে, যার জন্য ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

৬০৫ জন সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্স করার জন্য ৩ কোটি ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৭৪) ১৩ জন ব্যবসায়ী এবং ১৬ জন শিক্ষার্থীকে ত্রিপুরা মাইনোরিটি ওয়েলফেয়ার কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৭৫) পবিত্র হজ যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ৪২ জন তীর্থযাত্রীর আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে।

৭৬) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ওয়াকফ সম্পত্তির উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সমাধার জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ কার্যক্রমের (PM-JVK) অধীনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের প্রি-মেট্রিক ও পোস্ট-মেট্রিক ছাত্র খাতে ৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৭৭) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নজরুল ছাত্রাবাসের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হবে, এজন্য ৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে।

৭৮) দুঃস্থ সংখ্যালঘু পরিবারগুলির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আমি একটি নতুন প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রাখছি এবং এই প্রকল্পের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রাথমিকভাবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

৭৯) সমাজের অনগ্রসর ও অবহেলিত অংশকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করার বিষয়টিকে আমাদের সরকার সর্বদাই অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। সরকার সামাজিকভাতার পরিমাণ মাসিক ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করেছে।

৮০) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৭২৭ জন বেনিফিসিয়ারিকে বিভিন্ন যোজনার আওতায় সামাজিক ভাতা (Social Pension) প্রদান করা হয়েছে, যার জন্য ৫১৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৮১) আমাদের সরকার বিশেষভাবে সক্ষম অর্থাৎ দিব্যাঙ্গজনদের সমান সুযোগ, তাদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের স্বার্থে ত্রিপুরা রাজ্য নীতিমালা ঘোষণা করেছে, যার নাম হলো ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব পার্সনস উইথ ডিস্যাবিলিটিজ (দিব্যাঙ্গজন)-2024।

৮২) রাজ্য সরকার বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অর্থাৎ দিব্যাঙ্গজনদের জন্য বিবাহ অনুদান (Marriage Grant) এবং পুনর্বাসন অনুদানও (Rehabilitation Grant) চালু করেছে। ১৮ বছর বয়স হওয়ার পর বিভিন্ন কেয়ার ইনস্টিটিউশন থেকে যে সমস্ত দিব্যাঙ্গজন বিদায় নেয় মূলত তাদের জন্য এই গ্র্যান্ট। তাছাড়া বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সদ্যজাত সন্তানদের চিকিৎসা ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৮৩) মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার যোজনার আওতায় ৩ হাজার ২০৫ জন গর্ভবতী মহিলাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৮৪) শৈশব অবস্থা থেকেই শিশুদের প্রতিভা বিকশিত করার জন্য ধলাই জেলার ২০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে আধুনিক উপকরণে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। আধুনিক উপকরণগুলির মধ্যে রয়েছে এলইডি, টিভি, আর.ও.-ওয়াটার ফিল্টার এবং ওয়াটার হারভেস্টিং স্ট্রাকচার ইত্যাদি।

৮৫) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমি 'মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা' নামক একটি নতুন যোজনা চালু করার প্রস্তাব রাখছি। এই যোজনার আওতায় রাজ্য সরকার অন্ত্যোদয় পরিবারভুক্ত কন্যা সন্তানদের বিবাহ ব্যয় নির্বাহ করবে, যার জন্য প্রতিটি কন্যা সন্তান পিছু ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করবে রাজ্য সরকার। মহকুমাস্তরে গণবিবাহের আয়োজন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৮৬) রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষজন যারা বিভিন্ন কারণে আগরতলা শহরে এসে এখানেই রাত্রিযাপন করতে বাধ্য হয় তাদের থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য আগরতলাতে 'ভারত মাতা ক্যান্টিন তথা নৈশ যাত্রীনিবাস' অর্থাৎ (Bharat Mata Canteen Cum Night Shelter) স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি। এরজন্য ২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

৮৭) আমি এই মহতী সভাকে বড় আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, রাজ্য সরকার 'চিফ মিনিস্টার্স স্কিম ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জড পার্সনস' নামে একটি স্কিম চালু করতে যাচ্ছি, যার আওতায় মানসিকভাবে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের ৫ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে। বর্তমানে যারা ২ হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন আরও অতিরিক্ত ৩ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এই বিষয়ে বিশদ নির্দেশিকা তৈরি করবে। আমি এই যোজনাটির জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৮৮) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আগরতলাতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি রিক্রিয়েশন সেন্টার স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি। এই সেন্টারটি স্থাপন করার জন্য প্রারম্ভেই ৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হচ্ছে।

৮৯) এছাড়াও আমি 'মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা' নামক একটি যোজনা চালু করার প্রস্তাব রাখছি। এই যোজনার আওতায় ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্ত্যোদয় পরিবারভুক্ত প্রতিটি সদ্যজাত কন্যা সন্তানের জন্য ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হবে, যা সেইসব কন্যা সন্তানের ১৮ বছর বয়স হলে পরে নগদে উত্তোলন করা যাবে। এই উদ্দেশ্যে ১৫ কোটি টাকার ব্যয় ধার্য করা হয়েছে।

গ্রামোন্নয়ন

৯০) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২২ হাজার ২টি গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে ১৪৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৯১) পিএম-জনমনের আওতায় আদিম ও দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠীসমূহের অর্থাৎ 'পিভিটিজি'-দের জন্য ৮ হাজার ২২১টি ঘরের অনুমোদন হয়েছে এবং তারমধ্যে ৮ হাজার ২১৬টি ঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। পিএম-জনমনের আওতায় ২২১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৯২) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এমজিএন-রেগায় ১ হাজার ১১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ কোটি ৪১ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে।

৯৩) ত্রিপুরা রাজ্য 'সম্পূর্ণতা অভিযান'-এর আওতায় ১০০ শতাংশ সম্পৃক্ততা অর্থাৎ স্যাচুরেশন অর্জন করেছে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিতে এবং তা সম্ভব হয়েছে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষি, সামাজিক উন্নয়ন এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে এই অর্জন পরিলক্ষিত হয়েছে রাজ্যের অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট ধলাই জেলায় এবং অ্যাসপিরেশনাল ব্লক যথাক্রমে গঙ্গানগর, দশদা এবং দামছড়ায়।

৯৪) আমাদের রাজ্য ৬৮২টি অমৃত সরোবর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ৮৭৭.১৯ একর জমি ব্যবহৃত হয়েছে। রাজ্য সরকার এই অমৃত সরোবরগুলিকে ৬৮২টি স্ব-সহায়ক দলের হাতে তুলে দিয়েছে। রাজ্য সরকার অমৃত সরোবরের পরবর্তী পর্যায় আরম্ভ হতে যাচ্ছে এবং তার জন্য ইতিমধ্যে ১১২টি স্থান চিহ্নিত করেছে।

৯৫) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এমজিএন-রেগার আওতায় প্রত্যাশিত অর্থের পরিমাণ হলো ১ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের আওতায় ১ হাজার ৪৫৮ কোটি টাকা এবং টিআরএলএম-এর আওতায় ৪৭৫ কোটি টাকা।

৯৬) পেঁচারথলে একটি ৫০০ আসন বিশিষ্ট টাউন হল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

৯৭) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১২ হাজার ৬৬৩ জন গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারভুক্ত মহিলাকে স্ব-সহায়ক দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১২১টি ভিলেজ অর্গানাইজেশন (VO) এবং ২০টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন (CLF) গঠন করা হয়েছে। রিভলভিং ফান্ড হিসেবে ১৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ৩ হাজার ৫৯৫টি স্ব-সহায়ক দলকে প্রদান করা হয়েছে এবং কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড হিসেবে ৪ হাজার ৮১টি স্ব-সহায়ক দলকে ৬৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১৩ হাজার ১৬০টি স্ব-সহায়ক দলকে বিভিন্ন আয় সৃষ্টিকারী কর্মকান্ডের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সর্বমোট ৩২০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট ১ হাজার ১৩৩ জন কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডারকে নিযুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন কৃষিসখী, পশুসখী, মৎস্যসখী এবং কৃষি উদ্যোগ সখীরা। এখন পর্যন্ত ৮৩ হাজার ৪২৪ জন স্ব-সহায়ক দলের মেন্টারদের লাখপতি দিদি বানানো হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে।

৯৮) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩ হাজার ৫০০টি সমষ্টিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তথা স্ব-সহায়ক দলকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য রিভলভিং ফান্ড প্রদান করা হবে এবং ৪ হাজার ৫০০টি স্বসহায়ক দলকে একটি কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড প্রদান করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ৭৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৯৯) ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৩০ জন মহিলাকে সম্ভাব্য লাখপতি দিদি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সদর্থক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সম্ভাব্য লাখপতি দিদিদের আয়ের স্তর বৃদ্ধি করা হবে, যাতে তারা প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারেন এবং লাখপতি দিদি হয়ে উঠতে পারেন।

পঞ্চায়েত

১০০) ন্যাশনাল পঞ্চায়েত অ্যাওয়ার্ড-২০২৪-এর আওতায় ৭টি পুরস্কার বিজয়ের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে পঞ্চায়েত দপ্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার পঞ্চায়েত অংশগ্রহণ করে। এই পুরস্কারগুলি স্থানীয় গ্রামীণ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির সমষ্টি উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় রাজ্যের উৎকর্ষকেই প্রতিফলিত করে এবং সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধতাকে বোঝায়।

১০১) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১০ হাজার ৪৩৩ জন নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীকে (নির্বাচিত প্রতিনিধি ও ফাংশনারি) প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এনএলইউ ত্রিপুরা, কেরালা ইনস্টিটিউট অব লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও সিপার্ডের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পার্টনারশিপ করা হয়েছে। আরজিএসএ প্রকল্পের অধীনে ৩৭টি পঞ্চায়েত ভবন নির্মিত হয়েছে এবং আরও ২১টি ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। উত্তর ত্রিপুরা ও খোয়াই জেলায় দুটি ডিপিআরসির নির্মাণকাজ চলছে। রাজ্যজুড়ে সর্বমোট ৫৮টি ব্লক পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারকে উন্নীতকরণের কাজও চলছে। ৮টি আরএলবিকে পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টারে উন্নীতকরণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। ৪৭৫টি পঞ্চায়েতের প্রতিটিতে একটি করে কম্পিউটার সরবরাহ করা হচ্ছে।

১০২) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও মৌলিক পরিষেবামূলক অভিযোগসমূহকে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে সমাধানের জন্য 'আমার সরকার' নামক একটি উন্নতমানের ওয়েব বেসড অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই পোর্টাল চালু হওয়ার পর থেকে এখন অবধি ৬০ হাজার অভিযোগ তোলা হয়েছিল, যার মধ্যে ৯৮ শতাংশ অভিযোগেরই নিষ্পত্তি হয়েছে।

১০৩) পিআরআই-এর জনপ্রতিনিধিদের ট্রেনিং নিডস অ্যানালিসিস এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রামের মূল্যায়ন করার জন্য সিপার্ডের সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজ্যস্তরীয় পঞ্চায়েতীরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিতে সার্টিফিকেশন কোর্স চালু করার জন্য ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটির সঙ্গে টাই-আপ করা হয়েছে। এই ইউনিভার্সিটি আরএলবি-গুলিতে অ্যানুয়েল অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান করবে।

১০৪) পঞ্চায়েতীরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সংস্কারের জন্য ১৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

১০৫) আমি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরজিএসএ-এর অধীনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলার প্রস্তাব করছি। রাজ্যের ২৭টি পঞ্চায়েতের প্রতিটিতে একটি করে পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার এবং ৬১টি পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ করা হবে এবং এই কাজের জন্য ২২ কোটি ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১০৬) আমি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সমস্ত সভাধিপতিদের কার্যালয়ের জন্য নতুন গাড়ি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

পানীয়জল সরবরাহ

১০৭) কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হচ্ছে নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহ করা। রাজ্য সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জল জীবন মিশন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করে চলেছে। জল জীবন মিশন চালু হওয়ার আগে

রাজ্যে মাত্র ২৪ হাজার ৫০২টি অর্থাৎ ৩.৩ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে পানীয়জল সরবরাহের জন্য নল সংযোগ ছিল। ২০১৯ সালে জল জীবন মিশন (JJM) শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যের ৬ লক্ষ ১৬ হাজার ১২২টি অর্থাৎ ৮২.০৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে ফাংশনাল হাউজহোল্ড ট্যাপ কানেকশন (FHTC) প্রদান করা হয়েছে। গত ৫ বছরে এই প্রকল্পের অধীনে রাজ্য সরকার মোট ৩ হাজার ২২১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে।

১০৮) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজ্যের অবশিষ্ট সমস্ত গ্রামীণ পরিবারকে পানীয়জল সংযোগের আওতায় আনতে ৫৬৮টি গভীর নলকূপ (DTW), ১ হাজার ১১৪টি ক্ষুদ্র ব্যাসের গভীর নলকূপ (SBDTW) ও ২৮৪টি নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্প বাস্তবায়নের এবং সেই সাথে ৩টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে।

শৌচ (স্যানিটেশন), স্বচ্ছতা এবং সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ

১০৯) ২০১৪ সালে চালু হওয়া স্বচ্ছ ভারত মিশন-(গ্রামীণ) (SBM-G) ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিকে ওপেন ডেফিকেশন ফ্রি (ODF) করার মাধ্যমে এক অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়েছে।

১১০) বর্তমানে এই মিশনের লক্ষ্য হচ্ছে ওডিএফ প্লাস উদ্যোগ, যার মাধ্যমে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় (SLWM) সমাজের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে প্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে একত্রীকরণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১১১) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ত্রিপুরায় ২৫ হাজার ৬৬৬টি ব্যক্তিগত পারিবারিক শৌচাগার (IHHL) এবং ১৭০টি সামাজিক গণশৌচাগার (CSC), বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করতে ২ হাজার ৬২৬টি কমিউনিটি কম্পোস্ট পিট, ৬১২টি সেগ্রিগেশন শেড এবং ৬৬৮টি বর্জ্য পরিবহণ যান এবং ৩টি গ্রামীণ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (PWM) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ১ হাজার ৬০৩টি কমিউনিটি সোক পিট / লিচ পিট / ম্যাজিক পিট এবং ৫৯৪টি ড্রানেজ চ্যানেল ধূসর জল (Grey-Water) ব্যবস্থাপনার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে।

১১২) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ২৫ হাজার ৯৩০টি আইএইচএইচএল, ৩৩১টি সিএসসি, ২৯৩টি সেগ্রিগেশন শেড, ৪৯৩টি ওয়েস্ট ট্রান্সপোর্ট ভেহিক্যাল, ১৫টি পিডব্লিউএম ইউনিট, ১২ হাজার ১৯৪টি কমিউনিটি সোক পিট / লিচ পিট / ম্যাজিক পিট, ৩ হাজার ৫৭৩টি ড্রেন এবং ১৫টি ফিক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (FSTP) নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলি সমাধার জন্য ১৪৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

বন

১১৩) ভারত সরকারের বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের উদ্যোগে 'এক পেড মা কে নাম' অভিযান বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই অভিযানের আওতায় ত্রিপুরা বন দপ্তরের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৩৪ লক্ষ ২৫ হাজার ১৩৩টি চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে।

১১৪) ২০২৪ সালের ৫ জুলাই ত্রিপুরা বন দপ্তর একটি গণবৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অত্যন্ত সফলভাবে সংগঠিত করেছে। সকাল ১০ থেকে ১০ টা ৫ পর্যন্ত মাত্র ৫ মিনিটে সারা রাজ্যে ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৫৫১টি চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, সিএপিএফ, ত্রিপুরা পুলিশ, জেএফএমসি / ইডিসি / বিএমসি সদস্যগণ ও সাধারণ জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

১১৫) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বনসৃজনের উদ্দেশ্যে ৯ হাজার ৮৫৬ হেক্টর এলাকা বনায়নের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া রাস্তার ধারে ৩১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকায় এবং ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীর তীরে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

১১৬) পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের (SCATFORM) অধীনে ১০ হাজার হেক্টর অবক্ষয় প্রাপ্ত বনভূমি সফলভাবে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় যুবক ও মহিলাদের দক্ষতা বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাঁশভিত্তিক হস্তকারু শিল্প, মৎস্যচাষ, শূকর প্রতিপালন, বেকারি, আচার প্রস্তুতি, মোমবাতি তৈরি, শুকনো মাছ প্রক্রিয়াকরণ, পরিবেশবান্ধব পর্যটন ইত্যাদির মাধ্যমে ৫ সহস্রাধিকেরও বেশি বেনিফিসিয়ারি স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন।

১১৭) জার্মান কেএফডব্লিউর অর্থায়নে ক্লাইমেট রিসাইলেন্স অব ফরেস্ট ল্যান্ডস্কেপস ইন ত্রিপুরা (CREFLAT) নামক বাইরে থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত (Externally Aided) প্রকল্প বা ত্রিপুরা আইজিডিসি-টু প্রকল্পটি বর্তমানে ধলাই জেলার আমবাসা, সালেমা, দুর্গাচৌমুহনি, মনু, ছামনু, গন্ডাছড়া, রইস্যাবাড়ি ও গঙ্গানগর এই ৮টি ডেভেলপমেন্টাল ব্লক এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার জম্পুইহিল, দশদা ও দামছড়া- এই তিনটি ডেভেলপমেন্টাল ব্লকের ১২৯টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ ৩২.৯০ মিলিয়ন ইউরো, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৫৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন এমন জনগোষ্ঠী (Climate Vulnerable People) তথা প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ (২৬ হাজার পরিবার যার ৬০ শতাংশ হচ্ছে তপশিলি

জনগোষ্ঠী) উপকৃত হবেন। ২০২০-২১ সালে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে ৩ হাজার ২২৮.৩ হেক্টর জমিতে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

১১৮) 'অ্যানহেন্সিং ল্যান্ডস্কেপ অ্যান্ড ইকোসিস্টেম ম্যানেজমেন্ট (ELEMENT)' নামক একটি নতুন প্রকল্প বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় ও ত্রিপুরা বন দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পথে। এই প্রকল্পটি রাজ্যের ৮২১টি গ্রামে বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃক আর্থিক সহায়তার অনুমোদন পেয়েছে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে ১ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা এবং এই প্রকল্পে সহায়তা পাবে জাইকা অথবা আইজিডিসি প্রকল্প বহির্ভূত রাজ্যের বন নির্ভর জনগোষ্ঠী।

১১৯) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বন দপ্তর বিভিন্ন বনায়ন সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ তত্ত্বাবধান, বাস্তবায়ন ও রিয়েলটাইম ডাটা প্রাপ্তির জন্য স্টেট অব দ্য আর্ট যন্ত্রাংশ সম্বলিত তথ্য প্রযুক্তি পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি

১২০) আমাদের রাজ্য উত্তর পূর্ব ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী ডিভিশনের (DIBD) সঙ্গে মৌ চুক্তি (MoU) স্বাক্ষর করেছে। এই ঐতিহাসিক মাইলফলকের সূচনা হয় প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত 'ভাষিণী রাজ্যম' শীর্ষক রাজ্যভিত্তিক কর্মশালার মাধ্যমে। এই কর্মশালায় এই অঞ্চলে ডিজিটাল ও ভাষাগত ক্ষমতায়নের উন্নতির উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আধিকারিক, দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়। ত্রিপুরা স্টেট ডাটা সেন্টার ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। তথ্য প্রযুক্তি ও সাইবার নিরাপত্তা পরিকাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নতমানের কম্পিউটার ও তথ্য সংরক্ষণ ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটিয়ে, অত্যন্ত শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ফ্রেমওয়ার্ক-এর সহায়তায় রাজ্য সরকার এই ডাটা সেন্টারের আধুনিকীকরণ ৫ বছরের জন্য ৬৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এতে ডাটা ম্যানেজমেন্ট উন্নত হবে, সাইবার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, সরকারি দপ্তরগুলির মধ্যে কাজকর্ম মসৃণ ও সুসংহত হবে এবং নাগরিকদের জন্য কার্যকর, নিরাপদ ও মসৃণ ডিজিটাল পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে সুশাসন ও সন্তুষ্টি সুনিশ্চিত হবে।

১২১) রাজ্যে একটি শক্তিশালী স্টার্টআপ পরিবেশ (Vibrant Startup Ecosystem) গড়ে তুলতে ত্রিপুরা সরকার ২০২৫-এর ২৪ জানুয়ারি ত্রিপুরা স্টার্টআপ পলিসি-২০২৪ চালু করেছে। আইটি/আইটিইএস, ই-কমার্স, তাঁত, হস্তশিল্প, উদ্যানবিদ্যা, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, নির্মাণ, স্বাস্থ্য, মৎস্যচাষ, লজিস্টিক্স প্রভৃতি খাতে উদ্ভাবন ও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং স্থানীয় স্নাতকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে এই নীতি গৃহীত হয়েছে।

১২২) এই নীতির অধীনে প্রধান প্রণোদনা বা কী ইনসেন্টিভ হিসেবে ট্রাইসিড অর্থায়ন রূপে স্বীকৃত স্টার্টআপগুলির জন্য এককালীন ২ লক্ষ টাকা অনুদান, প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত পরিচালন ব্যয় পুনরুদ্ধার বা রিএমবার্সমেন্ট (নারী ও বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তাদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা সহ) এবং প্রোটোটাইপ ডেভেলপমেন্ট স্টেজে থাকা স্টার্টআপগুলিকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করার সংস্থান রয়েছে। এই নীতির আওতায় রয়েছে বাজারজাতকরণ ও প্রচারের জন্য সহায়তা হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদান এবং জিএসটি রিএমবার্সমেন্ট ও পেটেন্ট ফাইলিং রিএমবার্সমেন্ট (দেশীয় পেটেন্টের জন্য ২ লক্ষ টাকা ও আন্তর্জাতিক পেটেন্টের জন্য ১০ লক্ষ টাকা) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। **২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই উদ্দেশ্যে ৬ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।**

১২৩) ইনকিউবেশন সহায়তা শক্তিশালী করতে নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক (NGIN)-এর মাধ্যমে ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা অনুদান এবং পরিচালন ব্যয় সহায়তা হিসেবে প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে।

১২৪) এছাড়াও, স্টার্টআপ পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২৫ কোটি টাকার 'ট্রাই-ইনফ্রা ফান্ড' গঠন করা হবে এবং ত্রিপুরা ভেঞ্চার ক্যাপিটেল ফান্ডের মাধ্যমে বিপুল সম্ভাবনাময় স্টার্টআপগুলিকে ২৫ লক্ষ থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এই কৌশলগত পদক্ষেপগুলি ত্রিপুরাকে প্রত্যাশিত নেতৃস্থানীয় স্টার্টআপ হাবের আসন প্রদান করার পাশাপাশি এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করবে। এই লক্ষ্যে আগামী ৫ বছরে ৪৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

১২৫) ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগ ও উদ্ভাবনকে উৎসাহ প্রদান করতে রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্টার্টআপের জন্য ইনকিউবেশন ও ইনোভেশন পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়ার মধ্য দিয়ে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। এই দূরদর্শী উদ্যোগ রাজ্যের প্রতিভাবানদের প্রতিভার যথোপযুক্ত ব্যবহার করতে চায় রাজ্যের স্টার্টআপ সমূহের বিভিন্ন সমস্যা যেগুলির সম্মুখীন তারা হচ্ছে গবেষণা, বিকাশ এবং বিপণনের ক্ষেত্রে। রাজ্যের এই প্রতিভার ভান্ডার ট্যালেন্ট পুলের মধ্যে প্রতি বছর ১৬ হাজার ৫০০ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, যারা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করছে। একটি স্নায়ু কেন্দ্র হিসেবে এই পার্কটি বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্টআপ ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যতীত অন্যান্য স্টার্টআপ সমূহকে সার্বিকভাবে সহায়তা করবে উন্নত প্রযুক্তি বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি প্রদান করে এবং বিপণনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপন করে। এই ইনকিউবেশন এবং ইনোভেশন পার্কটিতে আধুনিকতম সুবিধাসমূহ যার মধ্যে রয়েছে একসাথে বসে কাজ করার জায়গা, গবেষণাগার সংক্রান্ত পরিকাঠামো

এবং প্রয়োজনভিত্তিক মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম প্রাথমিক স্তরে থাকা বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য উপযোগী। এই ইনকিউবেশন এবং ইনোভেশন পার্ক স্থাপনের অনুমিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১০৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এই উদ্যোগ ডোনার মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় রূপায়িত হবে। এই ইনকিউবেশন ও ইনোভেশন পার্কটি বাণিজ্যিক সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য ভিত্তিভূমি হয়ে দাঁড়াবে, যা ত্রিপুরাকে উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপ বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

১২৬) রাজ্য সরকার রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ৩০টি সরকারি মহাবিদ্যালয়ে সুরক্ষিত ওয়াইফাই পরিষেবা বাস্তবায়নের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে ছাত্র এবং কর্মচারীদের বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে, সেই সাফল্যকেই আমরা এখন রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় ইন্টারনেট পরিষেবা সংযোগ সাধনের মাধ্যমে ডিজিটাল পরিষেবার ব্যবধান কমিয়ে আনা। রাজ্যের সমস্ত স্কুল এবং হাসপাতালে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানের জন্য অনুমিত ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ১৮ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। এই উদ্যোগটি সর্বত্র সমরূপ ইন্টারনেট পরিষেবার প্রাপ্তি, শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নততর ফলাফল এবং রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান সুনিশ্চিত করবে।

১২৭) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমি হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একটি কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করছি, যাতে রাজ্যের প্রত্যাশীদের এই উদ্দেশ্যে বহির্রাজ্যে না যেতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই উদ্দেশ্যে ১৫ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

১২৮) ত্রিপুরা পুলিশ ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি, হত্যাকাণ্ড, দাঙ্গা এবং নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

১২৯) নতুন ফৌজদারি আইন যেমন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় সাক্ষ্য সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ ইত্যাদি আইন সমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার পুলিশ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

১৩০) আমাদের সরকার ডাইরেক্টরেট অব প্রসিকিউশনের অধীনে ডিরেক্টর প্রসিকিউশন এবং অন্য ৭টি জেলার জন্য ডেপুটি ডাইরেক্টর পদ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য ডেপুটি ডাইরেক্টরদের অফিসে ৭০টি বিভিন্ন ধরনের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৩১) বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অপরাধের তদন্তের জন্য ৫টি অত্যাধুনিক মোবাইল ফরেন্সিক ভেহিক্যাল ক্রয় করা হয়েছে। রাজ্যের ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে আধুনিক প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ক্রয় করার মাধ্যমে উন্নীত করা হয়েছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে সমাজে নতুন ধরনের অপরাধের অভিযোগ আসছে। নতুন যুগের এই সমস্ত অপরাধের মধ্যে যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমজনিত অপরাধ, বিদ্বেষজনিত অপরাধ, ক্রিপ্টো কারেন্সি সম্পর্কিত অপরাধ, মানবপাচার, ভয়েস অ্যানালিসিস ইত্যাদি মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকার 'নিউ এইজ ক্রাইম ইউনিট' গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১৩২) আমাদের সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ও কর্মীদের সহায়ক কাজের পরিবেশ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পুলিশ থানার পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১৩৩) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পশ্চিম আগরতলা, পূর্ব আগরতলা, বিলোনীয়া, বাইখোড়া, বাগবাসা ও মধুপুর পুলিশ স্টেশনে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি ধর্মনগর পুলিশ স্টেশনে আবাসন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র (জেল)

১৩৪) রাজ্য সরকার, জুলাই ২০২৪ ই-মুলাকাত প্রোগ্রাম চালু করেছে, যা কারাবন্দীদের তাদের পরিবারবর্গের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত হতে সক্ষম করেছে।

১৩৫) কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের কারাবন্দীদের জন্য আগস্ট, ২০২৪-এ একটি টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে চালু করা হয়েছে, যাতে তারা যথাসময়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ লাভ করতে পারেন।

১৩৬) এই উদ্দেশ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমি পশ্চিম ত্রিপুরায় একটি নতুন সাবজেল নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি, যার অনুমিত ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ২০ কোটি টাকা। ধলাই জেলার আমবাসায় একটি মডেল জেলা সংশোধনাগার নির্মাণ করা হবে। এই কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অগ্নি নির্বাপক এবং আপৎকালীন পরিষেবা

১৩৭) মনুবাজার, দামছড়া, অম্পি, রইস্যাবাড়ি এবং ছামনুতে ৫টি অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের স্থায়ী ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৩টি ওয়াটার টেন্ডার (অগ্নি নির্বাপক যান) ক্রয় করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে বিশেষ অনুরোধ অর্থাৎ স্পেশাল কল পরিষেবা প্রদানের জন্য ২০টি লাইট অপারেশনাল ভেহিক্যাল ক্রয় করা হয়েছে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।

১৩৮) জিরানীয়া, মনুবনকুল, গঙ্গানগর এবং বক্সনগরে ৪টি নতুন অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র অর্থাৎ ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে।

১৩৯) ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাধারঘাটস্থিত অগ্নি নির্বাপক পরিষেবা কেন্দ্রের উন্নীতকরণ হবে।

১৪০) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাণীরবাজার, ঋষ্যমুখ, করবুক, কিল্লা, ছৈলেংটা, ফটিকরায় (কাঞ্চনবাড়ি), টাকারজলা, পেঁচারথল এবং তেলিয়ামুড়াস্থিত ফায়ার স্টেশনগুলিতে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া অমরপুর, ধর্মনগর ও উদয়পুরের অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রগুলি এবং গোমতী জেলার উদয়পুরের ডিভিশনাল ফায়ার অফিসের পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

রাজস্ব

১৪১) নিরবচ্ছিন্ন লেনদেন এবং যথাযথভাবে জমি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে (Accurate Land Tracking) ইউনিক ল্যান্ড পার্সেল অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন নম্বর চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয়েছে ১৪ সংখ্যাবিশিষ্ট আলফা নিউম্যারিক কোড ২৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ভূমি খন্ডকে প্রদান করার মাধ্যমে, যা রাজ্য সরকারের অন্যতম একটি সংস্কার উদ্যোগ। এই উদ্যোগের জন্য রাজ্যের ডিরেক্টরেট অব ল্যান্ড রেকর্ড অ্যান্ড স্যাটেলমেন্ট গত ২১ জানুয়ারি, ২০২৫-এ পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার লাভ করেছে।

১৪২) রাজ্য সরকার স্ব-শরীরে কার্যালয়ে যাতায়াত ও কাগজপত্রের প্রয়োজনীয়তা কমানোর জন্য ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (NGDRS)-এর আওতায় অনলাইনে জমির স্থাবর সম্পত্তি নিবন্ধন এবং নিবন্ধনের জন্য অনলাইনে অ্যাপোয়েনমেন্ট বুকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। নাগরিকেরা তাদের জমি সংক্রান্ত লেনদেনের ইতিহাস জমি পরিষেবা পোর্টাল থেকেই দেখে নিতে পারে, যা স্বচ্ছতা আনয়নে এবং বিবাদ বিতর্কের মীমাংসায় সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও জমি

নিবন্ধনের তথ্যাদি ল্যান্ড রেকর্ডস্ পোর্টালে অটো ট্রিগারিংয়ের মাধ্যমে আনয়নের কাজটিও সম্পন্ন হয়েছে।

১৪৩) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত ৪০০ (চারশো) বর্গকিলোমিটার জমির উপর ড্রোন সমীক্ষা করেছে। বর্তমান রাজস্ব মানচিত্র আপডেট করার জন্য এবং এই কাজটি সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সাথে মিলে যৌথভাবে 'SVAMITVA' যোজনার আওতায় সম্পন্ন হয়েছে।

১৪৪) বর্তমান অর্থবর্ষে জমির খতিয়ান ও নিবন্ধীকরণের তথ্যের সাথে আধার সংযুক্তিকরণ (Seeding) এবং সত্যতা যাচাই করার (Authentication) নয়া উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগটি স্বচ্ছতা আনয়ন ও বিবাদ মীমাংসা করতে সহায়ক হবে।

১৪৫) আমাদের সরকার সাধারণ মানুষের কাছে প্রশাসনিক পরিষেবাকে পৌঁছে দিতে সর্বদাই সচেষ্ট, যার জন্য বিদ্যমান রাজস্ব পরিকাঠামোটিকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি।

১৪৬) ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মাধ্যমে রাজ্যের রাজস্ব পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা হবে। তারজন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১৯৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে উত্তর, দক্ষিণ, ঊনকোটি ও গোমতী জেলায় ৪টি নতুন জেলাশাসকের কার্যালয় ভবন, সোনামুড়া, কুমারঘাট, কৈলাসহর, সাব্রুম ও উদয়পুরে ৫টি মহকুমা শাসকের কার্যালয় ভবন, এডিএম ও সমাহর্তা এবং এডিএম ও সমাহর্তা (পিপি)-দের জন্য ১০টি আবাসিক কোয়ার্টার্স, মহকুমা শাসকদের জন্য ১০টি আবাসিক কোয়ার্টার্স এবং ৮০টি তহশিল কার্যালয় নির্মাণের কাজ বিভিন্ন যোজনার আওতায় চলছে।

১৪৭) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আমবাসা, সদর এবং বিশালগড় মহকুমায় ৩টি মহকুমা শাসকের কার্যালয় ভবন, সিপাহীজলা এবং খোয়াই জেলায় ২টি সার্কিট হাউস নির্মাণ এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অতিথিনিবাস এবং গেস্ট হাউস কাম অফিসার্স ট্রেনিং সেন্টার, এডিএম / এসডিএম / ডিসিএম / কর্মচারীদের জন্য ১৭২টি আবাসিক কোয়ার্টার্স নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে মেজর ওয়ার্কসের আওতায়। এই সমস্ত নির্মাণ কাজের সর্বমোট অনুমিত ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ১৪০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা।

১৪৮) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য যে নতুন প্রস্তাব সমূহ আছে, সেইসব প্রকল্পগুলি হলো যথাক্রমে ৫টি জেলা প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৮টি রেভিনিউ সার্কেল ও ২২৪টি তহশিল কার্যালয়ের জন্য ই-অফিস সংক্রান্ত পরিকাঠামোর বিকাশ ঘটানো, ১টি সাইবার সিকিউরিটি তহশিল স্থাপন, স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক এবং এইচএএম রেডিও ব্যবহারের মাধ্যমে বিকল্প এবং আপৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থার

বিকাশ, ১টি বহুমুখী বিপর্যয় প্রতিরোধী আশ্রয় নির্মাণ, ২৪০টি স্থানে স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র স্থাপনের কাজ পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়িত হবে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ

১৪৯) ২০২৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করা হয়েছে, যার বিষয়বস্তু ছিল 'বিকশিত ভারতের জন্য স্বদেশজাত প্রযুক্তি' যা ভারতের বিজ্ঞান ক্ষেত্রের উন্নতিতে স্থানীয়ভাবে বিকশিত উদ্ভাবনী শক্তির গুরুত্বকে তুলে ধরে।

১৫০) মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শীর্ষক বিষয়বস্তুর উপরে জেলা এবং রাজ্যস্তরে ১৫০টি স্কুলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয় বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতা-২০২৪ আয়োজিত হয়েছে।

১৫১) ২০২৪ সালের ১০ নভেম্বর অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্যের ২৩টি মহকুমাতেই জুনিয়র ম্যাথামেটিক্যাল অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়েছে। এই অলিম্পিয়াডে ত্রিপুরা রাজ্যের ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে।

১৫২) ২০২৪ সালের জুন মাসের ২৭-২৮ তারিখে গুর্খাবস্তিস্থিত প্রজ্ঞাভবনে 'রাষ্ট্রের উন্নতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' এই বিষয়ের উপর ৭টি স্টুডেন্টস প্রজেক্ট প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়েছে। এতে রাজ্যের ২১টি উচ্চ ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪০০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকরা অংশগ্রহণ করেছেন।

১৫৩) উদয়পুর বিজ্ঞান কেন্দ্রে ধূপকাঠি তৈরি, সুগন্ধি কোন এবং বিভিন্ন উদ্ভিজ অবশেষ ও শুকিয়ে যাওয়া ফুল ইত্যাদি দিয়ে সুগন্ধি কোন ও ধূপ তৈরি এবং জৈব বর্জ্য ব্যবহার করে বায়ো কম্পোস্ট তৈরির দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে টেপানিয়া, মাতাবাড়ি এবং অমরপুর ব্লকের ১০৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ লাভ করেছে।

১৫৪) সুকান্ত একাডেমির আধুনিকীকরণের কাজ চলছে, তার মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান প্রদর্শন শালাগুলির পুনর্নির্মাণ এবং তৎসঙ্গে একটি পরিবেশ বান্ধব উদ্যান তৈরি। এই কাজের জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এরমধ্যে ৩ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছে এবং অবশিষ্ট ৩ কোটি টাকা রাজ্য সরকার বহন করবে।

১৫৫) ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (TSAC) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের যেমন কৃষি, নগর পরিকল্পনা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়াদির উপর তৈরি বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহের মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের ৮টি পৌরসংস্থায় ১ : ১০ হাজার স্কেলে

এইচজিএম ম্যাপ এবং জিআইএস ভিত্তিক এইচভিআরএ। ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে।

১৫৬) রাজ্যের ১৭২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রীকে ডিপার্টমেন্ট অব বায়োটেকনোলজি ন্যাচারেল রিসোর্সেস অ্যাওয়ারনেস (DNA)-এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ৪টি মাশরুম হ্যামলেট স্থাপন করা হয়েছে।

১৫৭) বাগমার বড় ভাইয়া অর্চার্ডে একটি প্ল্যান্ট অর্চার্ড স্থাপন করা হয়েছে রাজ্যে প্রাপ্ত উদ্ভিজ জিন সম্পদের এক্স সিটু সংরক্ষণের জন্য এবং তার সাথে এখানে কয়েকটি ভার্মি কম্পোস্ট ইউনিটও থাকছে।

১৫৮) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৬টি বায়োভিলেজ স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩টি মহাবিদ্যালয়ভিত্তিক জৈব প্রযুক্তি ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। বায়োভিলেজ ২.০-এর উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ বান্ধব পুনর্নবীকরণযোগ্য ও অপুনর্নবীকরণযোগ্য বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং আর্থসামাজিক বিকাশ।

১৫৯) ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (TSPCB) বিভিন্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধির আওতায় স্থাপন ও পরিচালন শংসাপত্র প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনলাইন কনসেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (OCMMS) চালু করেছে। ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বটতলাতে একটি রিয়েল টাইম কন্টিনিউয়াস নয়েজ মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করেছে এবং বটতলা ও সুকান্ত একাডেমিতে স্থাপন করা ডিসপ্লে বোর্ডগুলির মাধ্যমে রিয়েল টাইম নয়েজ কোয়ালিটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৬০) বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে গ্লোবাল স্কিল কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বাণিজ্যিক উদ্যোগ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বিজ্ঞান সম্মতভাবে মৌমাছি পালন ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন উদ্যানজাত ফসলের প্রক্রিয়াকরণ এবং মূল্য সংযোজনের উপর। খুমলুঙের ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদর দপ্তরে ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হবে।

১৬১) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৫০টি ডিএনএ ক্লাব, ৪টি মাশরুম হ্যামলেট, ৬টি বায়োভিলেজ এবং ৪টি মহাবিদ্যালয়ভিত্তিক জৈব প্রযুক্তি ক্লাব স্থাপন করা হবে।

১৬২) আমি ৫টি নতুন এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন খুমলুঙ, আমবাসা, ধর্মনগর, কৈলাসহর এবং কুমারঘাটে ন্যাশনাল এয়ার মনিটরিং প্রোগ্রামের আওতায় স্থাপন করার প্রস্তাব করছি।

১৬৩) ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কুমারঘাট এবং উদয়পুরে জোনাল অফিস এবং ল্যাবরেটরি স্থাপন করবে। এই খাতে ১০ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে।

শিল্প ও বাণিজ্য

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

১৬৪) রাজ্য সরকার গত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে উদ্যোগ সমাগম, ২০২৪-এ বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান (BRAP) ২০২২ বাস্তবায়নের ৩টি বিভাগে টপ এচিভার অ্যাওয়ার্ড পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

১৬৫) ভারত সরকারের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক অর্থাৎ (MSME) সর্বমোট ৬৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্প অর্থাৎ রেইজিং অ্যান্ড এক্সিলারেটিং এমএসএমই পারফরম্যান্সের আওতায় একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে, যা আগামী ৩ বছর ধরে বাস্তবায়িত হবে। ত্রিপুরাতে এই র‍্যাম্প প্রোগ্রামের সূচনা করা হয়েছে ১ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে এবং সূচনা অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের প্রকল্পটির বিষয়ে অবগতকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৬৬) ২৫-২৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে চিরাচরিত কারিগরদের নিয়ে রাজ্যভিত্তিক পিএম-বিশ্বকর্মা বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। ভারত সরকারের মাননীয় এমএসএমই মন্ত্রী এই বিষয়ে রাজ্যের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করেছেন। রাজ্য এই বিষয়ে ৫৩ হাজার ৬০০টি আবেদন গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৭ হাজার ৫২৩ জন আবেদনকারী প্রাথমিক প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছে। ঋণ প্রাপ্তির জন্য ২ হাজার ৩৯৯টি ঋণের আবেদন অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১ হাজার ৮২২ সংখ্যক ঋণ এরই মধ্যে প্রদান করা হয়ে গেছে।

১৬৭) গত ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন এজেন্সি অব ত্রিপুরা (IPAT) গঠিত হয়েছে এবং এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, যা ত্রিপুরাতে ব্যবসা স্থাপনের জন্য এবং ত্রিপুরায় বিনিয়োগের জন্য সোল পয়েন্ট অব কন্টাক্ট হিসেবে কাজ করবে, যা বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত শিল্পনীতি সমূহের বাস্তবায়নের জন্য এবং ত্রিপুরায় শিল্প বিকাশের জন্য কাজ করবে।

১৬৮) রাবারের প্রক্রিয়াজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর সিআইআই-এর সাথে মিলে ত্রিপুরা রাবার কনক্লেভ-২০২৪ আয়োজিত করেছে, গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে।

১৬৯) ১৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখে রাজ্যের প্রথম চা অকশন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। সম্পন্ন হওয়ার পর এটি উত্তর পূর্ব ভারতের তৃতীয় চা অকশন কেন্দ্র হবে। ত্রিপুরা চা বিকাশ নিগম প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী চা এই অকশন মার্কেটে বিক্রি করতে পেরেছে, যার গড় মূল্য ছিল প্রতি কেজি ২১৩ টাকা, যা এই কর্পোরেশনের জন্য সর্বোচ্চ প্রাপ্ত মূল্য ছিল। এই বৃহৎ অর্জন শুধুমাত্র টিটিডিসির অর্জন নয়, এই অর্জন সেই সব শত শত ক্ষুদ্র চা চাষীদেরও অর্জন, যারা টিটিডিসিকে চা পাতা সরবরাহ করে।

১৭০) একটি বিনিয়োগকারী বান্ধব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট পলিসি ২০২৪ চালু করা হয়েছে। টিআইডিসি দ্বারা লিজ প্রিমিয়াম / রেন্ট রিফর্ম পলিসি চালু করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো অব্যবহৃত বরাদ্দকৃত জমিসমূহকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারেন্ডার করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। টিআইডিসিএল-বিল্ডিং গাইডলাইনস ২০২৪ চালু করা হয়েছে, ভবন সমূহের গঠনগত সুরক্ষার সাথে কোনোরকম আপোষ না করেই যাতে জমির ফলপ্রসূ ব্যবহার এবং কাজের সুযোগ বৃদ্ধির কাজ করা যায়।

১৭১) রাজ্য সরকার রাজ্যের ৯টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের পরিকাঠামো বিকাশের কাজ হাতে নিতে যাচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায়, যার মধ্যে থাকছে সড়ক, পয়ঃপ্রণালী, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জল সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সামাজিক পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এই বাহ্যিক ঋণের পরিমাণ আনুমানিক ৭৪০ কোটি টাকা।

১৭২) এর সাথে নাগিছড়া, জলেফা এবং শান্তিরবাজারের শিল্পক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো এবং সাইট ডেভেলপমেন্টের প্রকল্প প্রস্তাবিত হচ্ছে, যা স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের আওতায় করা হবে।

১৭৩) রাজ্য সরকার শিল্পের বিস্তারের জন্য সক্রিয়ভাবে জমি চিহ্নিতকরণের কাজ করছে, যাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা যায়। শান্তিরবাজারে ১২৭.০৯ একর জমির উপর দ্বিতীয় রাবার পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং খোয়াই জেলায় ৩টি পরিত্যক্ত জমি চিহ্নিত করা হয়েছে শিল্পোন্নয়নের জন্য, যার পরিমাণ হলো ২৬৮.৬৭ একর। এইসব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট স্থাপনের প্রাথমিক কাজ সম্পাদনের জন্য ১৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১৭৪) বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বোধজংনগর এবং আরকেনগরস্থিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ভূমির পরিমাণ পরিবর্ধনের প্রস্তাব রাখা হচ্ছে, যা করা হবে ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে (Land Acquisition)। ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টারসমূহের পার্শ্ববর্তী জোত জমি ও খাস জমি এই উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা শিল্প বিকাশ নিগম প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করেছে। এই উদ্দেশ্যে ১০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১৭৫) ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি, ২০২৪ বিজ্ঞপ্তি গত ৭ অক্টোবর, তারিখে জারি করা হয়েছে। এই পলিসির উৎপাদন ও পরিষেবাক্ষেত্রের বিকাশের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত থ্রাস্ট সেক্টরগুলির উপর জোর দেয় এবং তার সাথে জোর দেয় টেকসই উন্নয়ন অর্থাৎ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের উপর। আরও অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য জানুয়ারি, ২০২৫-এ ত্রিপুরা

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন ইনসেনটিভ স্কিমের বেশ কিছু অংশের সংশোধনী আনা হয়েছে।

১৭৬) শিল্প দপ্তর টাটা টেকনোলজি লিমিটেডের সহযোগিতায় ১৯টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অর্থাৎ আইটিআই-এর উন্নীতকরণ করছে, যাতে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ স্ট্যান্ডার্ডসের সাথে সমন্বিত হতে পারে এবং তার সাথে উদীয়মান প্রযুক্তিসমূহ অর্থাৎ এমার্জিং টেকনোলজি এবং কর্মসংস্থান যোগ্যতার মধ্যে যে দক্ষতার ঘাটতি অর্থাৎ স্কিল গ্যাপ আছে সেটিকে কমিয়ে আনতে পারে।

দক্ষতা বিকাশ

১৭৭) ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা স্কিল অ্যান্ড এন্ট্রোপ্রেনোরশিপ পলিসি ২০২৪-এর উন্মোচন করে। দক্ষতা বিকাশে লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করার মাধ্যমে এই নীতি ত্রিপুরাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটি দক্ষতা বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করতে চায়। এই নীতি অন্তর্ভুক্তিকরণ বিশেষ করে নারী, বিশেষভাবে সক্ষম ও আদিবাসী জনতার অন্তর্ভুক্তিকরণের উপর জোর দেয়। এই নীতির মাধ্যমে কৌশলগতভাবে দক্ষতা বিকাশের উদ্যোগসমূহকে শিল্পোদ্যোগের চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানো, উদ্যোগের বিকাশ এবং গুণগতমানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যা অনুমোদন এবং শংসাপত্র প্রদানের মতো বিষয়গুলিকে সমন্বিত করেছে।

১৭৮) মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার 'স্কিল উদয় তংনাই ২০২৫' চালু করেছে। এই কর্মসূচিটি বিনামূল্যে ত্রিপুরার যুব সমাজকে চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে, যারফলে রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের চাকরির বাজারে প্রবেশ করার গ্রহণযোগ্যতা অর্থাৎ (Employability) বৃদ্ধি পায় এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করার সক্ষমতা অর্জিত হয়।

১৭৯) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার নতুনভাবে উঠে আসা ক্ষেত্রগুলি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, সাইবার নিরাপত্তা, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং কৃষি প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলির উপর নতুন পাঠক্রম অর্থাৎ কোর্স চালু করার চেষ্টা করবে। রাজ্য সরকার চাকরিমুখী প্রশিক্ষণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি শিল্পোদোগ এমএসএমই এবং বহুজাতিক কোম্পানির সাথে কোলাবোরেশন করবে। সৌরশক্তির ব্যবহার, বৈদ্যুতিক গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি কৃষি জাতীয় বিষয়ের ওপরে বিশেষ কোর্স চালু করবে। দক্ষতার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যে ব্যবধান আছে সেটি কমিয়ে আনার জন্য সিআইআই, ফিকি এবং ন্যাসকমের মতো উল্লেখযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কোলাবোরেশন করা হবে।

তথ্য ও সংস্কৃতি

১৮০) আমাদের সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার পাশাপাশি তার সংরক্ষণ, বিকাশ ও বিস্তারের লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা জারি রেখেছে এবং সেই সাথে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে মানুষকে অবগত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৮১) রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতির প্রচার প্রসার এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যের নাগরিকদের সাথে সৌভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা ও তার বিকাশের জন্য রাজ্য সরকার আসাম, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও নয়াদিল্লিতে সাংস্কৃতিক দল পাঠিয়েছে। সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সুদৃঢ় করতে আমাদের সরকার উত্তরপ্রদেশ সরকারের সাথে একটি মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষতা ও প্রতিভা বিকাশের জন্য ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ও সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কোর্সে পড়ার সুযোগ রয়েছে।

১৮২) তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতি ও উদ্যোগসমূহের তথ্যাদি প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে নিয়মিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ব্রিফিং, দপ্তরের মাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশ এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন সেই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও অডিও-ভিডিও কনটেন্ট প্রদান করা হয়। তাছাড়া রাজ্যব্যাপী নানা স্থানে দপ্তর কর্তৃক স্থাপিত এলইডি স্ক্রিনে রাজ্য সরকারের নীতি ও উদ্যোগের বিভিন্ন তথ্যাদি নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে।

১৮৩) আমি এই মহতী সভাকে আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, নতুন দিল্লিতে ২৬ জানুয়ারি উদযাপনে চিরায়ত শ্রদ্ধা (Eternal Reverence) চতুর্দশ দেবতা পূজা অর্থাৎ খার্চি পূজা থিম সম্বলিত ট্যাবলো প্রদর্শন করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এই স্বীকৃতি রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। ২১ জানুয়ারি, ২০২৫-এ পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য স্টেট সিভিল অ্যাওয়ার্ড এবং স্টেটহুড ডে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ২০২৫ সালে রাজ্য সরকার রাজ্যের জন্য একটি নিজস্ব প্রতীক অর্থাৎ লোগো গ্রহণ করেছে, যা রাজ্যের প্রত্যাশা ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে প্রতিফলিত করে।

পর্যটন

১৮৪) পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। প্রাকৃতিক পরিবেশ বান্ধব স্থানসমূহের থাকার সুবিধা বাড়ানো

এবং উন্নত করার জন্য ছবিমুড়াতে ১০টি লগ্ হাট নির্মাণ করা হয়েছে, যেগুলি অনতিবিলম্বে চালু করা হবে। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ৫১টি লগ্ হাট নির্মিত হয়েছে।

১৮৫) কমলপুরের সুরমাছড়ায় পর্যটন কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। যা ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উদ্বোধন করেছেন। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে মেলাঘরের নীরমহলে পর্যটন পরিকাঠামো উন্নত করা হয়েছে।

১৮৬) আগরতলার কৃষ্ণসাগর দীঘিতে লেজার এবং লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে এবং এটি ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে চালু হয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে নীরমহল প্রাসাদে একটি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো চালু করা হয়েছে। এদিকে, উদয়পুরের মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের উন্নয়ন কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পথে আছে।

১৮৭) ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত পর্যটন গ্রাম প্রতিযোগিতায় আগরতলার উপকণ্ঠে অবস্থিত লংকামুড়ার আলপনা গ্রাম অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটন গ্রামের স্বীকৃতি পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে ২০২৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের তরফে গ্রামটিকে সংবর্ধিত করা হয়।

১৮৮) ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক আনুকূল্যে উদয়পুরের বনদুয়ারে ৫১ শক্তিপীঠের প্রতিরূপ অর্থাৎ রেপ্লিকা স্থাপন করা হবে। এই কাজের জন্য ৯৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা অনুমোদন হয়েছে।

১৮৯) আমি আপনাদের অবগত করতে চাই যে, ২০২৫ সালে ১ জানুয়ারি থেকে জগন্নাথ দীঘিতে ওয়াটার স্পোর্টস চালু করা হয়েছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে ভ্রমণকারী পর্যটকদের জন্য সারা দিনের বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মকান্ড জল ক্রীড়া যেমন জেট স্কি, কয়াকিং, ওয়াটার রোলার, প্যাডেল বোটস, শিকারা বোট চালু করা হয়েছে।

১৯০) উদয়পুরের মহাদেব দীঘিতে পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর জগন্নাথ দীঘির মতো বিভিন্ন রকম জলীয় ক্রীড়া সেখানেও শুরু করা হবে।

পরিবহণ

১৯১) বিগত কয়েক বছরে রাজ্যের পরিবহণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমি এ মহতী সভাকে আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, সাম্প্রতিককালে রেল মন্ত্রক ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত আসা যাওয়ার জন্য দুই জোড়া ট্রেন চালু করেছে। এছাড়াও সাব্রুম থেকে আগরতলা পর্যন্ত রুটে একটি নতুন ট্রেনের অনুমোদন হয়েছে। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় ৪টি রেল স্টেশনের

পুনর্বিকাশের জন্য কাজ চলছে। এই রেল স্টেশনগুলি হলো আগরতলা, উদয়পুর, কুমারঘাট ও ধর্মনগর। এই উদ্দেশ্যে ১৪৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

১৯২) বর্তমান অর্থবর্ষে রাজ্যের পরিবহণ ক্ষেত্রে মহিলাদের উৎসাহিত ও স্বশক্ত করার জন্যে আইডিটিআর (Instiiute of Driving Training and Research) জিরানীয়াতে ৩৭ জন মহিলা ড্রাইভারকে ড্রাইভিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

১৯৩) ত্রিপুরা রাজ্যে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সড়ক সুরক্ষা সচেতনতা ও নেশাসক্তির কঠিন সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য পরিবহণ দপ্তর, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর একযোগে 'জাগৃতি অভিযান' নামক কর্মসূচির সূচনা করেছে। সড়ক নিরাপত্তা ও নেশাসক্তি সম্পর্কে যুব সম্প্রদায়কে সচেতন করাই এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। এই কর্মসূচির আওতায় ৫ হাজার ৪০০ জন কলেজ ছাত্রছাত্রীকে আনা হয়েছে।

১৯৪) বিমান পরিবহণের ক্ষেত্রে মহারাজা বীরবিক্রম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বহু নতুন বিমান পরিষেবা শুরু হয়েছে। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়ায় বিমানের মসৃণ অবতরণ এবং উড্ডয়নের জন্য আইএলএস অর্থাৎ ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। উপরন্তু, সমস্ত বিমান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের দ্বারা ডোমেস্টিক কার্গো পরিষেবাও চালু হয়েছে।

১৯৫) রাজ্য সরকার বিমানবন্দরে যাত্রীগণের সুবিধার্থে প্রিপেইড ট্যাক্সি পরিষেবা চালু করেছে। আমি আপনাদের আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, কাস্টমার স্যাটিসফেকশন সার্ভে দ্বারা ২০২৪ সালে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এমবিবি বিমানবন্দর শ্রেষ্ঠ বিমানবন্দর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমি আনন্দের সাথে আরও ঘোষণা করছি যে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে এমবিবি বিমানবন্দর ভারতীয় বিমানপত্তন প্রাধিকরণ দ্বারা গ্রেড-থ্রি শ্রেণি থেকে গ্রেড-টু শ্রেণির বিমানবন্দরে উন্নীত হয়েছে। 'গৃহ' অর্থাৎ গ্রিন রেটিং ফর ইন্টিগ্রেটেড হ্যাবিটেট অ্যাসেসমেন্ট কাউন্সিল এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল বিল্ডিংটিকে ফোর স্টার শ্রেণির ভবন বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

১৯৬) রাজ্য সরকার 'অনুমোদন পোর্টাল' বলে একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে, যা একটি সিঙ্গেল উইন্ডো ড্রাইভার অথরাইজেশন জেনারেশন পোর্টাল হিসেবে ড্রাইভারদের অথরাইজেশন প্রদান করতে সহায়তা করবে। এই পোর্টালটি ব্যবহার করে গাড়ির মালিকরা তাদের ড্রাইভারদেরকে অথরাইজেশন লেটার দিতে সক্ষম হবে তাদের বাড়িতে বসে অথবা সিএসসি ও মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং তারজন্য নোটারি পাবলিক বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

১৯৭) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জিরানীয়া, গন্ডাতুইসা, মেলাঘর এবং জোলাইবাড়িতে মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণকাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলি ছাড়াও কৈলাসহর, তেলিয়ামুড়া, বিশ্রামগঞ্জ ও শান্তিরবাজারে জেলা পরিবহণ কার্যালয় নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ধলাইয়ের মনুঘাটে নৈশ যাত্রী আবাস সহ মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণ করা হবে।

১৯৮) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমি মোহনপুর, কল্যাণপুর, বিশালগড়, মনুঘাট এবং যতনবাড়িতে নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি। এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে।

পূর্ত (সড়ক ও সেতু)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

১৯৯) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আমাদের সরকার সমস্ত মহকুমা সদরগুলিকে দুই লেন বিশিষ্ট গুণগতমান সম্পন্ন সড়ক দ্বারা উন্নীত করার অভিপ্রায় রাখে। সেজন্য দপ্তরটি ৯টি রাজ্য সড়ককে পেভড শোল্ডারসহ দুই লেনের সড়কে উন্নীত করার কাজটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যার সর্বমোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৮৩ কিলোমিটার। এই হাইওয়েগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনা করে, যার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন, পর্যটন কেন্দ্রগুলির অবস্থান, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা এবং সীমান্ত এলাকা।

২০০) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৮টি আরসিসি সেতুর কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এর সাথে রয়েছে ২৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সড়কের মানোন্নয়ন এবং ১ হাজার ৪৫০ কিলোমিটার সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ। এরমধ্যে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি অবধি ৪টি আরসিসি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ১৮০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যসম্পন্ন সড়কের মানোন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া ১ হাজার ৫৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের মেরামতির কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

২০১) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই অনুসারে পূর্ত দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০টি বিধানসভার প্রতিটিতে সড়ক নির্মাণ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিপুল উদ্যমে পরিকাঠামোগত কাজ হাতে নিয়েছে।

২০২) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নাগরিক গতিশীলতা (Urban Mobility) উন্নয়ন ও যানজট নিরসনের লক্ষ্যে একাধিক উড়ালপুল (Multiple Flyover) নির্মাণের প্রস্তাব করছি। প্রথম পর্যায়ে দুটি উড়ালপুল নির্মাণ করা হবে। আগরতলায় রাধানগর থেকে আইজিএম হাসপাতাল পর্যন্ত ২.১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৮.৫ মিটার

প্রশস্ত উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, যার জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৯২ কোটি টাকা। উদয়পুরের জগন্নাথ চৌমুহনি থেকে খিলপাড়া পর্যন্ত ১.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে, যার আনুমানিক ব্যয় ৩৫৫ কোটি টাকা বলে ধার্য করা হয়েছে।

২০৩) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫টি আরসিসি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। পাশাপাশি ২৮৫ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হবে এবং ১ হাজার ৭৫০ কিলোমিটার সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া রাজ্য ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বৃহৎ পরিসরে সভা, সেমিনার, সম্মেলন, বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজনের জন্য যথোপযুক্ত স্থানে একটি কনভেনশন সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব করছি, যেখানে ৫ হাজার আসনবিশিষ্ট সভাকক্ষ থাকবে।

পূর্ত (জল সম্পদ)

২০৪) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫১টি জলসেচ প্রকল্প স্থাপন করা হবে এবং ৭৫৮ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হবে।

২০৫) রাজ্য সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজ্যের সমস্ত জেলায় ২১৩টি গভীর নলকূপ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (Deep Tubewell Minor Irrigation Scheme) নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ১০৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে। এছাড়াও ২টি জেলায় ৪টি বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পরিকাঠামো (Rain Water Harvesting Structure) নির্মিত হবে, যার জন্য ৬৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। পিএম-কুসুম প্রকল্পে কম্পোনেন্ট বি-এর অধীনে রাজ্য সরকার রাজ্যের ৮টি জেলায় ২ হাজার ১১৫টি স্ট্যান্ড এলোন অফ-গ্রিড সোলার এগ্রিকালচারেল পাম্পসেট স্থাপন করবে।

বিদ্যুৎ

২০৬) রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম (RDSS) নামক ভারত সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয় ৮০৩ কোটি টাকা। এরফলে নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এই পরিকাঠামো প্রযুক্তিগত ও বাণিজ্যিক ক্ষতি হ্রাস করবে এবং স্মার্ট মিটার স্থাপনের মাধ্যমে বিলিং ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করবে। এর ফলস্বরূপ বিদ্যুৎ সরবরাহ খাতের কার্যকারিতা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। এই প্রকল্পের আওতায় যেসমস্ত কাজের বাস্তবায়ন চলছে তাদের ৫০ শতাংশেরও বেশি কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

২০৭) বিদ্যুৎ ও বিতরণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও দক্ষতাসম্পন্ন করে তোলার লক্ষ্যে ত্রিপুরা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্রেংদেনিং অ্যান্ড জেনারেশন এফিশিয়েন্সি প্রজেক্ট নামক প্রকল্প রূপায়ণের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (ADB) থেকে ২ হাজার ২৭৫ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে। পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট এর অধীনে করণীয় কাজ সমূহ দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং মোট কাজের প্রায় ৭০ শতাংশ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

২০৮) রাজ্যে শক্তিশালী ও কার্যকর বিদ্যুৎ সংযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের বিপুল অর্থায়নে নর্থ ইস্টার্ন রিজিওন্যাল পাওয়ার সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (NERPSIP) নামক প্রায় ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্প এখন বাস্তবায়নের প্রায় অন্তিম পর্যায়ে রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই ব্যবহারের জন্য উপযোগী করে তোলা হবে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন রাজ্যকে একটি নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নেটওয়ার্কের সুবিধা প্রদান করবে, যারফলে বিদ্যুৎ সঞ্চালনজনিত ত্রুটি ন্যূনতম মাত্রায় নেমে আসবে।

২০৯) রাজ্যের অনেক মানুষ যে এখনও তাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পাননি এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে সচেতন। তাদের এই দুর্ভোগ দূর করার জন্য রাজ্য সরকার উপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে অতীতকাল থেকে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় থাকা পরিবারগুলিকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা যায়। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের সবগুলি জেলা মিলিয়ে ২৪ হাজার ৬০০টি গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের পিএম-জনমন (PM-JANMAN) প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষভাবে দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠী (PVTG) ভুক্ত ১১ হাজার ৬৯২টির বেশি গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পটির অধীনস্থ সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তির মাধ্যমে এই পরিবারগুলির জীবন আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে উঠেছে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি

২১০) পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বর্তমানে অকৃত্রিম পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় অন্যতম প্রধান সাধন হয়ে উঠেছে। প্রত্যন্ত এলাকা যেখানে এখনও প্রচলিত শক্তি গিয়ে পৌঁছয়নি, সেসব এলাকার মানুষদের জীবনযাত্রায় এটি ইতিমধ্যেই পরিবর্তন এনেছে। আমরা সবাই জানি যে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রটিতে রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ আমাদের আদরনীয় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদিজির দ্বারাও প্রশংসিত হয়েছে।

২১১) রাজ্য সরকার সারা রাজ্যজুড়ে গ্রাম, শহর ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রামীণ বাজার আলোক জ্যোতি প্রকল্প, সোলার মাইক্রোগ্রিডস, সোলার স্ট্রিটলাইটস, সোলার হাই মাস্ট, সোলার অবগ্রিড ও গ্রিড টাইড পাওয়ার প্ল্যান্ট, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ইত্যাদি প্রকল্প রূপায়ণ করেছে।

২১২) রাজ্য সরকার ২৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে রাজ্যের মোট শক্তি উৎপাদনের নিরিখে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার জন্য ৮১৩.৫০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২১৩) এছাড়াও পিএম সূর্যঘর মুফত্ বিজলি যোজনা নামক একটি নতুন প্রকল্প রাজ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে জনসাধারণের বাড়ির ছাদে রুফ টপ সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে দ্বিমুখী (Bidirectional) সুবিধা প্রদান করবে। এটি সারা রাজ্যজুড়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত মোট ১২ হাজার ৭২৬ জন গ্রাহক এই প্রকল্পের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এরমধ্যে ৩ হাজার ২৩৮টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এদের মধ্যে ১৬২ জন গ্রাহকের বাড়িতে ইতিমধ্যে সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে, যার সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা ৫৬২ কিলো ওয়াট পিক। এই প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৬-২৭ অর্থবছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং এর মূল কাজ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

২১৪) পিএম-সূর্যঘর : মুফত বিজলি যোজনার অধীনে জনসাধারণকে তাদের বাসগৃহের ছাদে রুফটপ গ্রিড যুক্ত সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৮৫ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের ফলে গৃহস্থ পরিবারগুলি তাদের বিদ্যুৎ বিলের খরচ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সাশ্রয় করতে পারবে।

২১৫) পিএম-ডিভাইন প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার প্রত্যন্ত ও পার্বত্য এলাকায় (Hilly Hamlets / Habitations) বসবাসকারী পরিবারগুলি যাতে প্রায় বিনামূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পায়, সেই উদ্দেশ্যে সোলার মাইক্রোগ্রিড পাওয়ার প্ল্যান্ট দ্বারা বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের জন্য উপযুক্ত স্থান সনাক্ত করেছে। এখনও পর্যন্ত ২৭৪টি ক্লাস্টারের মোট ৯ হাজার ২৫৩টি পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। এই উদ্যোগের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যবসায়িক কার্যক্রম, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। এই কাজের জন্য ৮১ কোটি ২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে। ইতিমধ্যে পিএম-ডিভাইন প্রকল্প ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পের অধীনে ১৩২টি বসতিতে সোলার মাইক্রোগ্রিড পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে।

২১৬) পিএম-কুসুম যোজনার অধীনে রাজ্য সরকার কৃষকদের জন্য সৌরশক্তি পরিচালিত পাম্পের মাধ্যমে জলসেচ বাস্তবায়ন করছে, যার ফলে কৃষকদের আয়

দ্বিগুণ হয়েছে এবং শস্যচাষও দ্বিগুণ হয়েছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক এলাকায় ৪ হাজার ৩৩২টি সৌরশক্তি পরিচালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৪ হাজারটি সৌরশক্তি পরিচালিত পাম্প স্থাপনের কাজ চলছে। এই যোজনার দ্বারা কৃষকদেরকে কৃষিকাজের নিমিত্তে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান গ্রিডের সাথে সংযুক্ত পাম্পসমূহকেও সৌরশক্তিকরণ করা হচ্ছে। অপরপক্ষে, এই যোজনাটি ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কাঁধ থেকে বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের বোঝা দূর করতে সহায়তা করবে। এই উদ্দেশ্যে ১০৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এই যোজনাতে এমনও সুযোগ রাখা হয়েছে, যাতে একজন কৃষক তার কাছে পড়ে থাকা খালি / পতিত জমিতে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানির কাছে সেই উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ বিক্রয় করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আয় করতে পারে।

২১৭) ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ২৫০টি সোলার হাইমাস্ট স্থাপন করা হবে। রাজ্য সরকার সমস্ত পানীয়জল সরবরাহের পাম্পগুলি সৌরশক্তির উৎসের সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করবে।

২১৮) আগরতলাতে একটি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যার জন্য ২৫ কোটি টাকার ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। সমস্ত ব্লক কার্যালয়সমূহকে সৌরশক্তির উৎসের সাথে সংযুক্ত করা হবে।

নগরোন্নয়ন

২১৯) আমাদের রাজ্য 'সবার জন্য ঘর' এই লক্ষ্যের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এর ফলাফল স্বরূপ বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) প্রকল্পের বিভিন্ন পুরস্কার দ্বারা রাজ্যের কর্মদক্ষতা প্রশংসিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)-এর প্রারম্ভ থেকে এখন পর্যন্ত ৭০ হাজার ১৭২টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। তারমধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৪ হাজার ২৬৭টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

২২০) স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহর)-এর আওতায় ২৩ হাজার ৮২৩টি ব্যক্তিগত পারিবারিক শৌচাগার এবং ১ হাজার ২৯৫টি গণশৌচাগার নির্মিত হয়েছে রাজ্যের ২০টি পৌর এলাকায়। ১৩টি লিগ্যাসি ডাম্প সাইট চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে রাজ্যের ১৩টি পৌর সংস্থার জন্য। ১৬টি কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। সর্বমোট ২৮২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে রাজ্য সরকারের দ্বারা এবং প্রদান করা হয়েছে বিভিন্ন কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য যেগুলি নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আগরতলার কাটাখাল, কালাপানিয়া খাল এবং রাজ্যের সমস্ত পৌর এলাকার নর্দমাসমূহের অপরিষ্কার জল

পরিষ্কার করার জন্য সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টসমূহের নির্মাণ কাজ চলছে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন পৌর সংস্থায় নিযুক্ত স্যানিটেশন কর্মীদের স্বাস্থ্য নিয়েও চিন্তা করছে এবং সেজন্য নিয়মিতভাবে সময়ে সময়ে স্বাস্থ্যশিবির এবং সুরক্ষামূলক টুল কিট বিতরণের কাজ চলছে।

২২১) ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনি থেকে আইসিপি স্থলবন্দর যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে সেই সড়কটিকে ৪টি লেন বিশিষ্ট সড়কে পরিণত করার ৫৫ কোটি টাকার কাজ, আখাউড়া খাল পুনর্নির্মাণ করা, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ উদ্যান এবং সন্নিহিত এলাকার পুনর্নিমাণ, লেজার আলো সহযোগে মিউজিক্যাল ফাউন্টেইন নির্মাণ করার কাজ, যার জন্য ব্যয় ধার্য হয়েছে ৩৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা এবং ৮ এমএলডি সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আখাউড়া একীকৃত স্থলবন্দরে, যার জন্য ধার্য হয়েছে ২৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা- এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২২২) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এয়ারপোর্ট রোডের ২ লেন থেকে ৪ (চার) লেনে উন্নীতকরণ এবং প্রশস্তকরণের কাজ, ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এমবিবি কলেজ লেকটিকে একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজ এবং ৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওড়া নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প অর্থাৎ হাওড়া রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।

২২৩) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ত্রিপুরা আরবান অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টটি (TUTDP) বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ১২টি বিভিন্ন পৌর সংস্থা যেমন- খোয়াই, মোহনপুর, রাণীরবাজার, বিশ্রামগঞ্জ, মেলাঘর, বিলোনীয়া, ধর্মনগর, কৈলাসহর, কুমারঘাট, উদয়পুর, অমরপুর এবং আমবাসায় জল সরবরাহ, সড়ক নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নির্মাণ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিমাণ উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৩৩০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে, যা আগামী ২ বছরে সম্পূর্ণ করা হবে।

২২৪) আমি আনন্দের সাথে আপনাদের অবগত করতে চাই যে, আমাদের সরকার সাধ্যের মধ্যে ঘর নীতি অর্থাৎ এফোরডেবল হাউজিং পলিসি ঘোষণা করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো সাধ্যের মধ্যে গৃহ নির্মাণের একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা, ভূমি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা এবং আর্থিক সহায়তা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনা করা, যা একটি বহুমুখী নির্দেশনা সূচিত করে। এছাড়াও আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড পুলিং অ্যান্ড প্লট রিকনস্টিটিউশন পলিসি ঘোষণা করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো বর্ধিত পৌর এলাকাসমূহতে পৌর উন্নয়ন পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন কাজ সম্ভব করে তোলা। উপনগরী স্যাটেলাইট টাউনশিপ স্কিমের আওতায় আগরতলা, উদয়পুর এবং ধর্মনগরে ৩টি উপনগরী স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা দিয়ে পরিকল্পিত উপায়ে নগর উন্নয়ন সম্ভব হয়।

সমবায়

২২৫) রাজ্যের সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে রাজ্য সরকার রেজিস্ট্রার কোঅপারেশন অফিস, ত্রিপুরা কৃষি সমবায় এবং গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিগুলির কম্পিউটারাইজেশনের কাজ শুরু করেছে। রাজ্য সরকার ক্রেডিট সমবায়, উপভোক্তা সমবায় এবং ভান্ডার বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণ সমবায় সমিতিসমূহের পুনঃউন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেবে।

২২৬) SWAAGAT পোর্টালের মাধ্যমে ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের অধীনে ত্রিপুরা কোঅপারেটিভ সোসাইটিস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধীকরণের কাজ অনলাইন মোডে করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এই পোর্টালটির মাধ্যমে ৬১৪টি সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে। তারমধ্যে ২৮টি কৃষি উৎপাদী সংস্থা অর্থাৎ এফপিও-র নিবন্ধন করা হয়েছে।

২২৭) ত্রিপুরা সমবায় সমিতির (৫ম সংশোধনী বিল-২০২৫) পেশ করা হয়েছে, যাতে করে ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের অর্থাৎ ব্যবসার কাজ আরও সহজে করা যায় এবং সেজন্য এই বিলের মাধ্যমে ত্রিপুরা সমবায় সমিতি আইন ১৯৭৪-এর বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়াসমূহকে সরলীকরণ, ডিজিটাইজেশন এবং ডিক্রিমিনালাইজেশনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এছাড়া সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ত্রিপুরা অ্যামেন্ডমেন্ট বিল-২০২৫ এই বিলটিও পেশ করা হয়েছে, যাতে করে সমিতি নিবন্ধনের জন্য ১৮৬০ সালের মূল আইনটিতে নতুন ধারা ও বিধান সংযোজিত করে আইনটিকে সংশোধিত করা হয় এবং সমিতি সমূহের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান সুনিশ্চিত হয়।

আইন

২২৮) রাজ্য সরকার সমস্ত রকমের আইনি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বিশ্রামগঞ্জে আদালত নির্মাণ, খোয়াইয়ে আদালত ভবনের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন, কৈলাসহরে আদালত ভবন নির্মাণ, আগরতলায় আদালত নির্মাণ, খোয়াই, ধর্মনগর, সাব্রুম, উদয়পুর, অমরপুর এবং কৈলাসহরে জুডিশিয়াল অফিসারদের জন্য সরকারি আবাসন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২২৯) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১ হাজার ১১০টি আইনি সচেতনতা শিবির আয়োজিত হয়েছে ত্রিপুরা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের দ্বারা, যাতে সর্বমোট ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৫৮ জন অংশগ্রহণ করেছেন। লোক আদালতের মাধ্যমে ৪২ হাজার ৯১০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।

২৩০) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কাঞ্চনপুর, জম্পুইজলা, করবুক এবং বিলোনীয়ায় নতুন আদালত ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা

২৩১) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের অধীনে বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি প্রত্যাশীদের নিয়োগের জন্য ১৯টি জব ফেয়ার ও রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ দপ্তরের পক্ষ থেকে আয়োজিত হয়েছে, যাতে ১ হাজার ৩৫টি শূন্যপদের জন্য ২ হাজার ৮৭১ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ৩০৫ জন নিযুক্তি পেয়েছেন। এছাড়া ১০টি ভোকেশনাল গাইডেন্স প্রোগ্রামও সম্পন্ন হয়েছে, যেগুলিতে ২৭৩ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

২৩২) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ৮২টি ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়, যেগুলিতে ১২ হাজার ৯ জন শিক্ষার্থী / চাকরি প্রত্যাশী অংশগ্রহণ করেছেন। একই সময়ে একটি ক্যারিয়ার এক্সিবিশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ২০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এই অর্থবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে অগ্নিবীর প্রকল্পের জন্য ২৮টি ক্যারিয়ার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মোট ৩ হাজার ৭৬৩ জন শিক্ষার্থী / চাকরি প্রত্যাশী অংশগ্রহণ করেছেন।

২৩৩) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ত্রিপুরাতে ১৫ বছর ও তদোর্ধ্ব ব্যক্তিদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার অর্থাৎ এলএফপিআর গ্রামাঞ্চলে ৬৩.৭০ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫২ শতাংশ, যা শ্রম বাজারে কর্মক্ষম জনসংখ্যার সক্রিয় নিযুক্তি সূচিত করে। ভারত সরকারের পরিসংখ্যান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন মন্ত্রকের পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (PLFS) ত্রিপুরাতে বেকারত্বের হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস প্রতিফলিত করে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যে বেকারত্বের হার ছিল মাত্র ১.৭ শতাংশ, যা জাতীয় বেকারত্বের অনুপাত অর্থাৎ ৩.২ শতাংশের চাইতে অনেকটাই কম। এই তথ্য ২০১৮-১৯ সালের থাকা ১০ শতাংশ বেকারত্বের হার থেকে উল্লেখযোগ্য উন্নতিকেই নির্দেশ করে।

২৩৪) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষেও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম, ভোকেশনাল গাইডেন্স প্রোগ্রাম এবং ক্যারিয়ার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামসমূহ ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হবে। একটি ইন্টিগ্রেটেড এমপ্লয়মেন্ট পোর্টাল গঠন করা হবে।

২৩৫) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে একটি প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ (PPP) সেল তৈরি করা হয় রাজ্যে, যাতে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের অধীনস্থ অর্থনৈতিক বিষয়াদি দপ্তরের (DEA) ইন্ডিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (IIPDF)-এর মাধ্যমে পিপিপি প্রকল্পসমূহকে সহজতরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। এই পিপিপি সেল বিভিন্ন দপ্তরের ২৬টি প্রস্তাবের মূল্যায়ন করেছে, যার মধ্যে ৫টি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট জমা পড়েছে এবং একটি প্রকল্পের জন্য বরাত আহ্বান করা হয়েছে।

২৩৬) এই দপ্তর রেকর্ড রিটেনশন অ্যান্ড ডিসপোসাল পলিসি-২০২৩ আনয়ন করেছে। এই নীতি বিভিন্ন নথি ও খতিয়ানের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এবং যেসমস্ত বিধিবিধানের ব্যবস্থা করেছে আর যে সমস্ত নথি ইত্যাদি আর সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নয় সেগুলির বন্দোবস্ত করা, যাতে করে দাপ্তরিক কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করা যায়।

২৩৭) গত ২০২৪ সালের জুন মাসে রাজ্য সরকার পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্লিনলিনেস পলিসি প্রণয়ন করেছে, যা সরকারি সম্পদের নিয়মিত পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কর্মকুশলতা, সম্পদের স্থায়িত্ব, সম্পদের পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণ এবং তৎসঙ্গে রাজ্যের নাগরিকবৃন্দের সামনে উত্তম রূপে রক্ষিত সরকারি সম্পদসমূহের দ্বার সমরূপভাবে উন্মুক্ত রাখা ইত্যাদির বিষয়ে নির্দেশিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করছে।

২৩৮) রাজ্য সরকার রাষ্ট্রীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরার সহায়তায় বিভিন্ন দপ্তর, বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় আইন, বিধি এবং নাগরিক ইন্টারফেস ইত্যাদির পর্যালোচনা করবে এবং সেইসব বিধি ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করবে, যারজন্য স্বল্প অপরাধে কারাদন্ড, উচ্চমূল্যের জরিমানা, শাস্তি হয় এবং ইজ অব লিভিং এবং ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের স্বার্থে এবং কমপ্লায়েন্স বার্ডেন কমাতে এবং অপ্রয়োজনীয় সময়ের সাথে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া আইন ও বিধি চিহ্নিতকরণ করে সেইসব অপ্রয়োজনীয় ও সমস্যা সৃষ্টিকারী আইন ও বিধি ইত্যাদিকে বাতিল করার দিক নির্দেশনা দেবে এবং সেইসঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনায় নানা পরিবর্তন এবং নতুন আইন ও বিধির প্রণয়নের দিক নির্দেশনাও প্রদান করবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সুশাসন দিবসের প্রথম বর্ষপূর্তিতে এই উপলক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন।

২৩৯) ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফরমেশন (TIFT) নীতি আয়োগের স্টেট সাপোর্ট মিশন অনুযায়ী ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট কলকাতাকে অন্যতম

নলেজ পার্টনার হিসেবে সাথী করেছে এবং এই মর্মে একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে। আইআইএম কলকাতার সহায়তায় টিআইএফটি ত্রিপুরাতে বিভিন্ন নিশ ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিয়েছে এবং সেইসঙ্গে একটি স্কিল গ্যাপ অ্যানালাইসিস করার অভিপ্রায় রাখছে, যা রাজ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের ক্ষেত্রে নীতিগতস্তরে হস্তক্ষেপের সহায়তা করবে, যা রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে।

২৪০) টিআইএফটি প্রতিষ্ঠানটি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট কলকাতা (ISI)-এর সাথেও একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে, নীতি আয়োগের সাপোর্ট মিশন অনুযায়ী তারই আইএসআই কলকাতার সহায়তায় একটি জেলা সুশাসন সূচক অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট গুড গভর্ন্যান্স ইনডেক্স (DGGI) নির্মাণের উপরে কাজ করছে, যার মাধ্যমে সমস্ত মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ইউনিটসমূহের সমস্ত কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান সহজতর করার জন্য একটি রূপরেখা দেবে, যা সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত কী পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর সমূহের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

২৪১) টিআইএফটি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'স্মার্ট স্প্রাউটস' নামের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, যা যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্যিক উদ্যোগের স্পৃহা তৈরি করার জন্য একটি কর্মোচ্ছল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। এই কার্যক্রমটি আগামী প্রজন্মের উদ্ভাবক এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য একটি ভিত্তিভূমি প্রদান করার অভিপ্রায় রাখে। এই উদ্যোগটি রাজ্যে একটি শিল্পোদ্যোগমুখী সংস্কৃতি (Entrepreneurial Culture) তৈরি করার জন্য বদ্ধপরিকর, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এই আয়োজনটির মূল ধারণাটি হলো 'Catch Them Young'।

২৪২) টিআইএফটি-টকস্, এই কার্যক্রমের দ্বিতীয় সংস্করণে সুশাসন, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বেস্ট প্র্যাকটিসেসগুলি রয়েছে সেগুলির উপর আলোকপাত করা হবে, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সাধারণ প্রশাসন (কর্মী ও প্রশিক্ষণ)

২৪৩) রাজ্য সরকার প্রশাসনে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সিপার্ডে তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন- ২০২৩-২৪ সালে যেখানে ২৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছিল সেখানে ২০২৪-২৫ সালে ৮৭টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। (iGoT) প্ল্যাটফর্মে অনলাইন ট্রেনিং প্রদানের জন্য সিপার্ডে একটি ১০০ আসনবিশিষ্ট কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে এবং বর্তমান ল্যাবটিকে আধুনিকীকরণ করা হবে। তাছাড়া এই

প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে অনলাইন ক্লাস এবং পরীক্ষা গ্রহণ করবে।

সাধারণ প্রশাসন (সচিবালয় প্রশাসন)

২৪৪) নবি মুম্বাইয়ের খারঘরে একটি ত্রিপুরা ভবন স্থাপনের জন্য জমি ক্রয় করেছে রাজ্য সরকার এবং এই ভবনটি নির্মাণের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। রাজ্য সরকার নয়াদিল্লির দ্বারকাতেও একটি নতুন ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করেছে, যার জন্য ২৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য হয়েছে। ত্রিপুরার জনগণের সুবিধার্থে সল্টলেক ত্রিপুরা ভবনের পরিবর্ধনের কাজ হাতে নেওয়া হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভবনসমূহের নির্মাণের জন্য ২০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নয়াদিল্লির টিকেন্দ্রজিৎ মার্গস্থিত ত্রিপুরা ভবনটির একটি অ্যানেক্স বিল্ডিং নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং সেজন্য ব্যয় হবে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা।

সাধারণ প্রশাসন (পলিটিক্যাল)

২৪৫) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমি 'চিফ মিনিস্টার্স অ্যাসিস্টেন্স ফর ডটার / সন অব আর্মি / সিএপিএফ পার্সোনেল' (AR, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB) নামক একটি যোজনা চালু করার প্রস্তাব রাখছি। এই যোজনার আওতায় রাজ্য সরকার দেশের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করা আর্মি ও সিএপিএফ জওয়ানদের অবিবাহিত ও আর্থিকভাবে নির্ভরশীল কন্যা সন্তান / পুত্র সন্তানদের (১৮ বছরের উর্ধ্বে) সামাজিক ভাতা প্রদান করা হবে। তবে এক্ষেত্রে সেই আর্মি / সিপিএমএফ পার্সোনেল অবশ্যই ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য যোজনাটির আওতায় প্রাথমিকভাবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

শ্রম

২৪৬) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স' ওয়েলফেয়ার বোর্ড (TBOCWW) নিবন্ধীকৃত নির্মাণ শ্রমিকদের সর্বমোট ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। ১৬ হাজার ৫৫৫ জন অসংগঠিত শ্রমিককে ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধিত করা হয়েছে। ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স সোসাইটির আওতায় ১৭ হাজার ২০০ জন রোগী প্রাথমিক চিকিৎসা লাভ করেছেন, ২ হাজার ৯৬৮ জন রোগী সেকেন্ডারি চিকিৎসা লাভ করেছেন এবং

১১৪ জন রোগী সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা লাভ করেছেন ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে, (৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ অব্দি)। এই উদ্দেশ্যে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ফ্যাক্টরি এবং বয়লার

২৪৭) রাজ্যে ধারাবাহিকভাবে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব কারখানায় কর্মরত কর্মীদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের বিষয়গুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালে ১৬টি নতুন কারখানার নিবন্ধন করা হয়েছে, যাতে করে রাজ্যে সর্বমোট কারখানার সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫৭টি, যার মধ্যে প্রায় ৬১ হাজার জন কর্মী কাজ করছেন। এছাড়া ২টি নতুন বয়লার স্থাপন করা হয়েছে এবং এরফলে রাজ্যে স্থাপিত সর্বমোট বয়লারের সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭টি, যারমধ্যে ১৭টি হলো পাওয়ার বয়লার।

২৪৮) সুশাসনের অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা বয়লার অধিনিয়মের সংশোধন করা হয়েছে ডিক্রিমিনালাইজেশনের উদ্দেশ্যে, যাতে করে জনবিশ্বাস আইন-২০২৩ অনুযায়ী বিভিন্ন অপরাধের ডিক্রিমিনালাইজেশনের মাধ্যমে একটি ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

২৪৯) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দপ্তরটি অন্ততপক্ষে ৩০০টি স্পট সেফটি সচেতনতা অভিযান এবং ১০টি জেলাস্তরীয় সুরক্ষা সচেতনতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

অর্থ

২৫০) ১০টি সিএসএস যোজনাকে এসএনএ স্পর্শের আওতায় আনা হয়েছে, যার ফলে রাজ্য সরকার ৫০০ কোটি টাকা ইনসেনটিভ প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। রাজ্যের ই-গ্রাস পোর্টাল এবং আরবিআই ই-কুবের ২.০ একত্রীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে কর এবং কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য।

২৫১) রাজ্য সরকার তার অধীনে থাকা মানবসম্পদের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য আগামী প্রজন্মের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থাপনার সুদক্ষ পরিচালনার জন্য আইএফএমএস ২.০-এর বাস্তবায়নও করতে যাচ্ছে।

২৫২) জম্পুইজলা এবং করবুকে আগামী অর্থবর্ষ থেকে ২টি নতুন সাব-ট্রেজারি চালু হবে। এই মর্মে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

২৫৩) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য এবং তৃতীয় কোয়ার্টার অব্দি এই খাতে ১ হাজার ২৬৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের সংগৃহীত হারের চেয়ে ৮.৮২ শতাংশ বেশি। ভ্যাট সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এই উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এই খাতে ৪০৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এক্সাইজ ডিউটি সংগ্রহের মাত্রাও পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের সংগৃহীত হারের চেয়ে ১৩.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ মাশুল সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের সংগৃহীত হারের চেয়ে ১৬.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৫৪) রাজ্য সরকার রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য একাধিক কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন, বিশ্লেষণাত্মক প্রযুক্তির মাধ্যমে কর ফাঁকি ও জালিয়াতি সনাক্তকরণ এবং ট্যাক্স ইন্টিলিজেন্স ইউনিট গঠন ইত্যাদি।

২৫৫) রাজ্য সরকার অডিট ডাইরেক্টরেট দ্বারা অনলাইন অডিটের উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অডিট ডাইরেক্টরেট দ্বারা রাজ্যের ১ হাজার ২৬০টি পঞ্চায়েতীরাজ সংস্থার অনলাইন অডিট সম্পন্ন করেছে।

২৫৬) বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প যেমন প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা (PMSBY), প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা (PMJJBY) এবং অটল পেনশন যোজনা (APY) বাস্তবায়নে রাজ্যের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এখন পর্যন্ত পিএম-এসবিওয়াই-এর আওতায় ১৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫১৫ অ্যাকাউন্ট, পিএম-জেজেবিওয়াই-এর আওতায় ৫ লক্ষ ১১ হাজার ৭৮৮ অ্যাকাউন্ট এবং এপিওয়াই-এর আওতায় ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪২০ অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২৫৭) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য রাজ্য বাজেটে ৩২ হাজার ৪২৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় ১৬.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলধনী ব্যয় (Capital Expenditure) ৭ হাজার ৯০৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৯.১৪ শতাংশ বেশি। আয়ের উৎস ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার পরের পাতায় ছক অনুযায়ী উপস্থাপন করা হলো-

Sl. No.	Items		2025-26 (BE)
(A)	Revenue Account		
	1	Receipts	26416.15
	2	Expenditure	24520.18
	3	Surplus (A1-A2)	1895.97
(B)	Capital Account		
	1	Receipts from Loans & Others (including Public Account and Opening Balance)	5577.73
	2	Expenditure	7903.26
	3	Deficit (B1-B2)	(-) 2325.53
(C)	Total Receipts (A1+B1)		31993.88
(D)	Total Expenditure (A2+B2)		32423.44
Budget Deficit (C-D)			**(-) 429.56**

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

এই বাজেটটি হলো আমাদের রাজ্যকে বিকশিত করে তোলার একটি রূপরেখা যাতে আমাদের উদ্যোগসমূহ বিকশিত ভারত গঠনে কার্যকরী অবদান রাখতে পারে।

আমি সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

নমস্কার। জয়হিন্দ।